সন ১৩৪০ সাল।

কপালকুণ্ডলা

প্রথম অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য

(গঙ্গাসাগর-সমীপবর্ত্তী নদীতট; তটে বহুদূর-বিস্তৃত বালিয়াড়ি; দূরে গঙ্গাসাগর-যাত্রীর নৌকা পরিদৃশ্যমান; দূরে ব্যাঘ্র শয়ান)

(বালির উপর কাপালিক উপবিষ্ট)

কাপালিক। (স্বগতঃ) মাতৃ-কার্য্যই জীবনের সার লক্ষ্য! মাতৃ-কার্য্যেই এ জীবন-ব্রতের উদ্‌যাপন ক'র্‌বো! মা গো; মা ভৈরবী! এ সাধনা কবে সিদ্ধ হবে, সে অমৃত ফল কবে পাব মা? ব্রহ্ম-রক্তে কবে তোর চরণে অলক্তক পরিয়ে দেব। কর্ম্মীর কর্ম্ম কবে ফুরাবে মা! তন্ত্রসার কবে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'র্‌তে পাব? যাই; আসন প্রস্তুত, মাতৃসাধনের সময় আগত।

(পার্শ্বস্থ বালুকা-শিবিরোপরি ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর উপবেশন ও ধ্যানমগ্ন)

(কাষ্ঠের বোঝা মস্তকে লইয়া কুঠার-হস্তে নবকুমারের প্রবেশ)

নব। (কাষ্ঠের বোঝা রাখিয়া, স্বগতঃ) আর তো পারি না, প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'লো। ক্রমে দেখ্‌ছি সন্ধ্যা হ'য়ে আস্‌ছে! নদীর ধারে ধারে সেই

অবধি তো অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছি, সঙ্গীরা সব নৌকা নিয়ে কোথা গেল ! মনে করেছিলাম, জোয়ারের মুখে নৌকা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, ভাঁটায় তারা ফিরে এসে আমায় নিয়ে যাবে ! জোয়ার গেল, ভাঁটা যায় যায়। তবে কোথায় তারা ? আমায় এই বিজন বনে তারা পরিত্যাগ করে গেল ? না, নৌকা জলমগ্ন হোয়ে গেছে ! কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না, এখন কোথায় যাই ! কার আশ্রয় গ্রহণ করি, কে আমায় রক্ষা ক'র্‌বে ? এখানে দেখ্‌ছি গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই, সমুদ্রের নিকট ব'লে নদীর জলও অসহ্য লবণাক্ত ! এ দিকে'তো ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায়, শরীরে বল নাই, উদ্ধারের আশাপ্রদীপও নির্ব্বাণপ্রায়। এখন কি করি, এই দুরন্ত মাঘ মাসের শীতনিবারণের উপায় কি ? গাত্রবস্ত্র সমস্ত নৌকায় আছে, এখানে এই নিরাশ্রয়ে, নিরাবরণে কেমন কোরে থাক্‌বো ? হিংস্র জন্তুগণের করাল কবল হ'তে কিরূপে জীবনরক্ষা ক'র্‌বো ? অকৃতজ্ঞ প্রতিবেশিবর্গের উপকারার্থে এসে আমার এই সর্ব্বনাশ হোলো। ভগবন্‌ ! অভাগার অদৃষ্টে এ কি লিখেছিলে ? আর যে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, এইবার বুঝি প্রাণ বহির্গত হয়।

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিদ্রিত হওন)

কাপালিক। (স্তব পাঠ ও হোমকুণ্ডে অগ্নিজ্বালন)

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা।
খড়্গা দক্ষিণে পার্শ্বে চ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ম্‌ ॥

কর্ত্তিঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতি,
দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতি শিরসা স্বয়ীম্॥
মুণ্ডমালাধরা শীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাং :
বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতি রক্তলোচনা॥
কৃষ্ণবস্ত্রধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিন-সমন্বিতা।
বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্ ॥
বিলাপ্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানা শবং স্বয়ং।
সাট্টহাসা মহাঘোরা রাবযুক্তা সুভীষণা॥

নব। (নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া) তাই তো, এ জনশূন্য বিজন বিপিনে অগ্নি কোথায় জ্বলে! মনুষ্য-সমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি তো সম্ভবে না! তবে কি এ আলোক ভৌতিক! হোতেও পারে, কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবন রক্ষা হয়! (কাপালিকের নিকট অগ্রসর হইয়া) এ কি ভীষণ মূর্ত্তি! এ কি মনুষ্য না প্রেতযোনি? কি বিকট দুর্গন্ধ, এ দুর্গন্ধের কারণ কি? ও, এ ব্যক্তি কাপালিক! ঐ যে ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর উপবিষ্ট, ঐ যে রক্তবর্ণ সুরাপরিপূর্ণ নরকপাল!

কাপালি। কস্ত্বম্? কে তুমি?

নব। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, প্রতিবেশিগণের সঙ্গে সাগর-সঙ্গমে গিয়েছিলাম, প্রত্যাবর্ত্তনের সময় এই স্থানে আমি তাহাদেরই অনুরোধে রন্ধন-কাষ্ঠ সংগ্রহ কোর্‌তে নেবেছিলাম, কাষ্ঠ আহরণ করে এসে দেখি—সে নৌকাও নাই, সে যাত্রীও নাই! জানি না, কি দোষে তারা আমায় এখানে পরিত্যাগ করে চ'লে গেছে!

কাপালি। (উঠিয়া) মামনুসর—ব্রাহ্মণ, আমার পশ্চাতে এস।

নব। প্রভুর যেমন আজ্ঞা! কিন্তু আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বড় কাতর; কোথায় গেলে আহার্য্য সামগ্রী পাব অনুমতি করুন।

কাপালি। ভৈরবী-প্রেরিতোঽসি, মামনুসর! পরিতোষং তে ভবিষ্যতি!

নব। কোথায় যাব? এ বনমধ্যে কোথায় আশ্রয় পাব?

কাপালি। কিছুদূরে আমার কুটীর আছে, সেখানে ফলমূল যা আছে, আত্মসাৎ কোর্‌তে পার? পর্ণপাত্র রচনা ক'রে কলসজল পান কোরো—ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, অভিরুচি হোলে শয়ন কোরো! নির্ব্বিঘ্নে থেকো, ব্যাঘ্রের ভয় কোরো না। সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হবে। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত সে কুটীর ত্যাগ ক'রো না। এস, পশ্চাদ্বর্ত্তী হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমুদ্র-তট

(নবকুমারের প্রবেশ)

নব। (স্বগতঃ) এ তো নদী নয়, এ যে অনন্তবিস্তার নীলাম্বুরাশি; এই সুমহান্ দৃশ্য দর্শনে, এই সুগভীর গর্জ্জন শ্রবণে মনে অসীম অনন্তের ভাব আপনা আপনি এসে পড়ে। অনন্তে যেন এ জীবন মিশিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু মোহের অধীন

অজ্ঞান মানবের সে ভাব কতক্ষণ ? একবার মনে হয়, সর্ব্বস্ব ত্যাগ কবে বনবাসী হই ; আবার মনে হয়, আমার সংসার, আমার সব, কোথা যাব। কাকে নিয়ে যাব। মাতা, ভগিনী ইত্যাদি পরিজনের জন্যে প্রাণ উৎকণ্ঠিত হোয়ে রয়েছে। এ বনমধ্যে কাপালিকই এখন আমার একমাত্র সহায়। শুনেছি যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্য-সাধনে সক্ষম, সুতরাং তার অবাধ্য হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তনই উচিত। কিন্তু তাই বা কি কোরে হবে ?— আমি বোধ হয় পথ হাবিয়েছি !

(পশ্চাদ্বর্ত্তন ও সম্মুখে কপালকুণ্ডলার প্রবেশ)

কপাল। পথিক ! তুমি পথ হারিয়েছ ?

নব। (স্বগতঃ)। এ কি ! এ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ! নিরাভরণা নবীনা বনদেবী কি ? রাশীকৃত কেশভার কি রমণীয় ! মুখমণ্ডল অলকায় আবৃত ; স্থির, স্নিগ্ধ, গম্ভীর ! এ কি দেবীমূর্ত্তি ?

কপাল। পথিক ! তুমি পথ হারিয়েছ ?

নব। (স্বগতঃ) কি মধুব কণ্ঠস্বর ! আমার এই ছিন্নতার হৃদয়-বীণার সঙ্গে যে এই সুমধুর রমণী-কণ্ঠ সমতানে বেজে উঠ্‌লো !

কপাল। বুঝেছি হাবিয়েছ, তবে আমার সঙ্গে এস ?

[কপালকুণ্ডলার প্রস্থান, পশ্চাতে নবকুমারের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বনমধ্যস্থ কাপালিকের কুটীব

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপালি। (স্বগতঃ) কোথা গেল! কোথা পালাল! হাত-ছাড়া হ'ল না কি? ব্রহ্মরক্ত পেযে হারালেম। ভৈরবী! কি কল্লি? এই হতভাগা ছেলেটাকে শবসাধন শেষ কোরতে দিলিনি! না তা হবে না, ওরে বেটী! তা হবে না, প্রাণে তোর খল খল হাসি শুনতে পাচ্চি যে, এই বুকের ভিতব তোর রক্তপানের তৃষ্ণা! খেলি নি বেটী, রক্ত খেলি নি, আমায় সিদ্ধত্ব দিলি নি? ভৈরবী! জীবনপণ না দিস্ তো নিজের মুণ্ড কেটে দিয়ে তোর সিদ্ধত্ব নিয়ে পালাব! ঐ যে, না না, পালায় নি, পালাতে পারে নি, বেটী যেন জালে গুটিয়ে নিয়ে এলো। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) জ্যান্ত বেটী, জাগ্রত বেটী যেন বুকের ভিতর থেকে উঁকি মেরে এক ডাকে ব্রহ্মবলি ডেকে নিলে! আয় আয় আয়—

(নবকুমারের প্রবেশ)

নব। সমস্ত দিন আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে আমি কুটীর ত্যাগ কোরে আপনার অনুসন্ধানে গিছ্‌লুম; জানি না, এ পর্য্যন্ত প্রভুর দর্শনে কি জন্য বঞ্চিত ছিলেম।

কাপালি। নিজের ব্রতে নিযুক্ত ছিলেম বাপু।

নব। প্রভু! এখন দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপায় কি?

কাপালি　কি উপায? কিসের উপায়? ইহকালের উপায় না পরকালের উপায।

নব। আজ্ঞে পরকালের উপাযের সাহস কই? আপনি মহাপুরুষ, আপনাব অজ্ঞাত কি আছে। সংসার-নরকেব কীট আমরা, ইহ-কালের নিয়েই ব্যস্ত।

কাপালি। ব্রাহ্মণ! তবে কি চাও?

নব। প্রভু! লোকালযে যাবার পথ অবগত নই, সঙ্গেও পাথেয নাই, প্রভুর আশ্রযে পড়িছি, যাতে ঘরে ফিবতে পারি, তারই উপায কোরে দিন, সেখানে তারা না জানি কত কাঁদ্‌ছে।

কাপালি। কান্নার কথা রাখ—আমার সঙ্গে এস।

নব। সন্ধ্যা ত উত্তীর্ণপ্রায, এখনি যাব?

কাপালি। হ্যাঁ, এখনি যাবে।

নব। এই অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারেই?

কাপালি। হ্যাঁ, এই অমাবস্যায—এই ঘোর অন্ধকারেই।

নব। তবে চলুন।

(কাপালিকের অগ্রে অগ্রে গমন উদ্যোগ ; পশ্চাতে নবকুমারের ধীরে ধীরে গমন উদ্যোগ ; পশ্চাৎ হইতে মুখে অঙ্গুলী দিয়া কপালকুণ্ডলার প্রবেশ ও নবকুমারের পৃষ্ঠস্পর্শ)

কপাল। কোথা যাচ্চ? যেও না—ফিরে যাও, পালাও।

[দ্রুত প্রস্থান।

নব। (স্বগতঃ) এ কি! এ কি কারো মায়া না কি? না আমারি ভ্রম

হোচ্ছে ! যে কথা বোলে গেল, তা তো আশঙ্কাসূচক, কিন্তু কিসের আশঙ্কা ? তান্ত্রিকেরা সকলি কোর্ত্তে পারে, তবে কি পালাব ? পালাবই বা কেন ? সে দিন ওঁর সাধনাব সময় গিয়ে যখন বেঁচেছি, তখন আজও বাঁচবো। কাপালিকও মানুষ, আমিও মানুষ।

কাপালি। (ফিরিয়া) বিলম্ব কোচ্ছো কেন ?

নব। আজ্ঞা না, চলুন।

কাপালি। এস ! ভৈরবী ! ভীমা ! ভৈববী !

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নদীতীর—শ্মশান

(একখানি খড়্গ স্থাপিত ; অগ্রে কাপালিক ও
পশ্চাৎ নবকুমারেব প্রবেশ)

নব। প্রভু ! এ নদীর দিকে কেন ?

কাপালি। বিনা বাক্যব্যয়ে পশ্চাতে আইস।

(কপালকুণ্ডলার বেগে প্রবেশ)

কপাল। এখনো পালাও, নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না ?

[খড়্গ লইয়া কপালকুণ্ডলার বেগে প্রস্থান।

কাপালি। কেও কপালকুণ্ডলে! এত বড় সাধ্য!

(নবকুমারের হস্তধারণ ও লইয়া যাইবার উপক্রম)

নব। হস্ত ত্যাগ করুন, আমায় কোথায় নিয়ে যাচ্চেন?

কাপালি। ঐ পূজার স্থানে।

নব। কেন?

কাপালি। ব্রহ্মরক্তপাতের জন্য—তোমার বধের জন্য—আর আমার সিদ্ধত্ব লাভের জন্য। জোর কোরো না! বাঘের মুখ থেকে পালাতে পারবে না। আবার জোর? ঐ ছাখ! দেখ্‌ছো, অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি জ্বোল্‌চে! নরকপালপূর্ণ আসব প্রস্তুত রোয়েছে! তান্ত্রিক পূজার সমস্ত আয়োজনই হোয়েচে। ঐ ছাখ—কেবল ঐ ছাখ সাধনাপীঠে শব নাই। বুঝ্‌লে? তোমাকেই আমার আসন হোতে হবে। থাক্—এইখানে এই রকম বন্ধন অবস্থায় প'ড়ে থাক্ (লতায় বন্ধন) মূর্খ! কি জন্য বলপ্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজ সার্থক হোলো, ভৈরবী-পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হবে, এর অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হোতে পারে? থাক্ পোড়ে থাক্—ততক্ষণ আমি বলিদানের প্রাক্কালিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি।

[প্রস্থান।

নব। উঃ! এ যে দেখ্‌ছি কঠিন বন্ধন! লোহার শেকলেও যে এতো জোরে বাঁধা যায় না। এ দৃঢ়বন্ধন তো ছেঁড়বার নয়! তবে কি হবে? তবে কি একটা পিশাচের পৈশাচিক কার্য্যের সহায়তা করবার

জন্য ছাগের ন্যায় বলিস্বরূপ হব ! উঃ ! অপঘাতে মর্‌তে হোলো ! অনাথ অসহায়ের ন্যায় গহন বনে এ জীবন বিসর্জ্জন দিতে হোলো ! এমন কেউ নাই যে, আমার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে ! কোথায় আমার সে সুখের জন্মভূমি কোথায় ? আমার সে সুখের আলয় কোথায়, আমার দয়াময়ী মা কোথায় ? আমার প্রিয়বাদিনী ভগ্নী কোথায় ? এ শ্মশানে কেউ নাই। আমায় আমার বোল্‌তে আর কেউ নাই, আমি মাযামমতার রাজ্য থেকে অনেক দূরে এসে পোড়েছি।

(কাপালিকের প্রবেশ ও খড়্গা অনুসন্ধান)

কাপালি। ব্রাহ্মণ ! প্রস্তুত হও ! ব্রহ্মরক্ত পানাশয়ে ভৈরবীর লোল-জিহ্বা লক্ লক্ কোচ্ছে। এ কি ! আমার মন্ত্রপূত খড়্গা কোথায় গেল ? আমি যে অপরাহ্ণে এইস্থানে রেখেছিলাম। আশ্চর্য্য ! খড়্গা কোথায় গেল ? খড়্গা ছিল, নিশ্চয় ছিল—কেউ অপহরণ কোরেছে। কে রে—কে রে ! ভৈরবীর মন্ত্রপূত খড়্গা কে হরণ কোর্‌লে। দে রে খড়্গা দে। কোথা, কপালকুণ্ডলা কোথা ? কপালকুণ্ডলে—কপালকুণ্ডলে !

[বেগে কাপালিকের প্রস্থান।

নব। ওঃ, ব্রহ্মরক্ত পানোদ্যত পিশাচের কি ভীষণ মূর্ত্তি ! তারা ! তারা ! মা গো, এ তো তোর রক্তপিপাসা নয় মা, ভিখারী ব্রাহ্মণ চিরদিনই তো তোর চরণের ভিখারী মা ! এ পাশব অত্যাচার হোতে

আমায় রক্ষা কর্। মা বৈষ্ণবী! এ অকাল মরণের পথ থেকে আমায় ফিরিয়ে নে।

(খড়্গাহস্তে কপালকুণ্ডলাব প্রবেশ)

নব। দেবি! দেবি! তুমি! তুমি!

কপাল। চুপ! কথা কোয়ো না। খড়্গ আমারি কাছে, চুরি কোরে রেখেছি, এই দেখ। (খড়্গে লতাবন্ধন ছিন্নকরণ) এস, পালিয়ে এস! আমার পশ্চাতে এস, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

[কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের দ্রুত প্রস্থান।

(কাপালিকের প্রবেশ)

কাপালি। তাই তো খড়্গাও তো পেলেম না, ব্রাহ্মণটিই বা গেল কোথায়? কপালকুণ্ডলাকেও তো খুঁজে পেলেম না, কে জানে কে কি কোল্লে, কে জানে কার দ্বারা কি হোচ্চে; ভৈরবীর ইচ্ছা না কপালকুণ্ডলার কৌশল! এ সর্ব্বনাশিনী কে হোলো! ভৈরবী না কপালকুণ্ডলা? সহস্রদলবাসিনি! আমাতে কি তুমি আর নাই? তাই কি? তাই কি? তা তো নয়, কপালমালিনি! তা তো নয়। কপালিনী আমার এই সর্ব্বনাশ কোরেছে। ও তারি কাজ, তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছে, সে পালাবে—কিন্তু পালাবে? কোথা পালাবে? বালিয়াড়ির এই অত্যুচ্চ শৃঙ্গ থেকে আমি চতুর্দ্দিক্ দেখ্‌তে পাবো। এই অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকারে শার্দ্দলের ন্যায় আমার এই জলন্ত দৃষ্টি যোজনপথ

ভেদ কোর্ব্বে। কোথা যাবে? কোথা পালাবে? যত দুর যাবে তত দূর গিয়ে ধর্‌বো।

(শিখরে উত্থান)

(বালিযাড়ির দূরে এক মধ্য পথ দিয়া বেগে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের বেগে প্রবেশ)

কপাল। চল চল, ছুটে চল, এখন এক মুহূর্ত্তের দাম দু'দুটো মানুষের প্রাণ। প্রাণপাত কোরে ছুটে চল।

নব। রক্ষাকর্ত্রী, জীবনদাত্রী, দেবী তুমি।

[কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের প্রস্থান।

কাপালি। ঐ যে! ঐ যে তারা! ঐ যে তারা চোলে যায়। রুধির! রুধির পালায়! রুধিরপ্রিয়া কে আছিস্? ওরে ধর্ ধর্।

(বালিয়াড়ির শিখর ভগ্ন হইয়া কাপালিকের পতন ও বাহুদ্বয় ভঙ্গ হওন)

পঞ্চম দৃশ্য

বন-পার্শ্বস্থ অধিকারীর কালীবাড়ী

(কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের প্রবেশ)

নেপথ্যে। (কপালকুণ্ডলার কালীবাড়ীব দ্বারে করাঘাত)

অধি। কেও, কপালকুণ্ডলে বুঝি ?

কপাল। হ্যাঁ, দোর খোল।

(কালীবাড়ীর দ্বার খুলিয়া অধিকারীর প্রবেশ)

অধি। কেন মা, এত রাত্রে কেন ?

কপাল। কেন ? এই শোন বাছা! এক নিরীহ ব্রাহ্মণকুমারকে মহাপুরুষের গ্রাস থেকে উদ্ধার কোরে এনেছি। এর যাতে প্রাণরক্ষা হয়, তা তোমাকে কোর্ত্তে হবে বাছা!

অধি। তাই তো এ যে বড় বিষম ব্যাপার মা! মহাপুরুষ মনে কোর্‌লে সকলি কোর্ত্তে পারেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ, জান তো।

কপাল। তবে কি হবে ?

অধি। তা যাই হোক্, তুমি যখন ব্রাহ্মণকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছ, তখন মায়ের প্রসাদে কোন অমঙ্গল ঘোট্‌বে না। কই, সে ব্যক্তি কোথায় ?

কপাল। এই যে।

অধি। ছাখ, আজ এইখানে লুকিয়ে থাক, কাল প্রত্যুষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রেখে আস্‌বো। তোমার মুখের ভাবে বোধ হোচ্ছে, তুমি অনাহারে আছ, চল কিছু আহার কোর্ব্বে চল।

নব। মহাশয়কে ব্যস্ত হোতে হবে না, আহারে আমার রুচি নাই, অনুগ্রহ কোরে আমায় একটু বিশ্রামের স্থান দেখিয়ে দিন, আমার আর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই।

অধি। ভাল তাই হোক, ভিতবে যাও, শয্যা প্রস্তুত দেখ্‌তে পাবে।

(নবকুমারের কালীবাড়ীর দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রস্থান)

কপাল। আমি তবে ফিরে যাই !

অধি। যেও না মা, ক্ষণেক দাঁড়াও, আমার এক ভিক্ষা আছে।

কপাল। কি ?

অধি। তোমাকে দেখে পর্য্যন্ত মা বোলে থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ কোরে শপথ কোর্ত্তে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা কোর্ব্বে না ?

কপাল। কোর্ব্বো না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরে যেও না।

কপাল। কেন ?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নেই।

কপাল। তা তো জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কব কেন ?

কপাল। না গিয়ে কোথায় যাবো ?

অধি। এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও। (ক্ষণেক পরে) মা ! কি ভাব্‌চো ?

কপাল। যখন তোমার শিষ্য এসেছিল, তখন তুমি বোলেছিলে

যে, যুবতীর একপ যুবার সহিত যাওয়া অনুচিত, এখন যেতে বল কেন ?

অধি। তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করিনি, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল না, এখন সে সদুপায় হোতে পার্কে। আচ্ছা, তুমি একটু থাক, আমি মায়েব অনুমতি নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

কপাল। (স্বগতঃ) অধিকারী যেতে বলেন, কোথা যাব ? পৃথিবীর যে ধারে মানুষের বাস—বুঝি সেই ধারে যেতে বোল্‌ছেন ; কিন্তু মহাপুরুষ বলেন, মানুষমাত্রেই ঘোর পাপী, আমি মাকে ছেড়ে কেমন কোরে গিয়ে সেই পাপীর রাজ্যে বাস ক'রবো ? কিন্তু সবাই কি পাপী ? এক জনও কি পুণ্যবান্ নেই ? না, তা তো হোতে পারে না ! মায়ের সৃষ্টি তো এক রকম নয়, পাঁচটি পাঁচ রকমের। মানুষও তাই— মানুষও তাই।

(অধিকারীর পুনঃ প্রবেশ)

অধি। মা ! দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ কোরেচেন, বিল্বপত্র পড়েনি, যে মানস কোরে অর্ঘ্য দিয়েছিলেম, তাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর ; কিন্তু আমি বিষয়ী লোকের রীতি-চরিত্র জানি, তুমি যদি গলগ্রহ হোয়ে এঁর সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিতা যুবতী সঙ্গে নিয়ে লোকালয়ে বড় লজ্জা পাবে, তোমাকেও লোকে ঘৃণা কোর্কে। তুমি বোল্‌ছো, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সন্তান, গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখ্‌ছি। এ যদি তোমাকে বিবাহ কোরে নিয়ে যায়, তবে

সব মঙ্গল, নচেৎ আমিও তোমাকে এঁর সঙ্গে যেতে ব'লতে পারি না।

কপাল। বি—বা—হ? বিবাহের নাম তো তোমাদের মুখে শুনে থাকি, কিন্তু বিবাহ যে কাকে বলে, তা তো সবিশেষ জানি না। কি কোর্ত্তে হবে? বিবাহ কি কোরে কোর্ত্তে হয়?

অধি। ধর্ম্ম সাক্ষী কোরে স্ত্রীপুরুষের আত্মা, কায, মন একত্রে মিলনের নামই বিবাহ, বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান, এই জন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে। জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।

কপাল। তবে তাই হোক্। কিন্তু মহাপুরুষকে ত্যাগ কোরে যেতে যে মন আমার সরুচে না। তিনি যে আমায এতদিন প্রতিপালন কোরেছেন।

অধি। কি জন্য প্রতিপালন কোরেছেন, তা তো জান না মা! তান্ত্রিকসাধনে কুমারী কন্যার সতীত্বনাশ প্রধান অঙ্গ। তুমি আমার মা, সে সর্ব্বনেশে গুপ্তকথা তোমায বুঝিয়ে দিতে লজ্জায আমার মাথা হেঁট হয। এখন জিজ্ঞেস করি, সোনার সতীত্বে জলাঞ্জলী দেওযা উচিত —না বিবাহ কোরে এক জনের ধর্ম্মপত্নী হওযা উচিত?

কপাল। না বাছা, তবে আমার বিবাহই হোক্।

অধি। আচ্ছা মা, তবে তুমি গিযে মন্দিরে বোস, আমি ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কই।

[কপালকুণ্ডলার দরজা খুলিয়া প্রস্থান।

অধি। (দরজার ভিতর চাহিয়া) মহাশয়! নিদ্রা গেলেন কি?

নব। (দরজার ভিতর হইতে প্রবেশ করিতে করিতে) আজ্ঞে না, কেন মহাশয়?

অধি। না, এমন কিছু নয়, মাত্র আপনার পরিচয়টা জিজ্ঞাসা কচ্ছি। আপনি ব্রাহ্মণ?

নব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অধি। কোন্ শ্রেণী?

নব। রাঢ়ীশ্রেণী।

অধি। আমরাও রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ; উৎকল ব্রাহ্মণ বিবেচনা কোর্বেন না, বংশে কুলাচার্য্য, তবে এক্ষণে মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?

নব। নবকুমার শর্ম্মা।

অধি। নিবাস?

নব সপ্তগ্রাম।

অধি। আপনারা কোন্ গাঁই?

নব। বন্দ্যঘটী।

অধি। কয় সংসার কোরেছেন?

নব। এক সংসার মাত্র।

অধি। (স্বগত) তা হোলই বা, কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি? (প্রকাশ্যে) আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞেস ক'র্‌তে এসেছিলাম —এই যে কন্যা আপনার প্রাণরক্ষা কোরেছে, এ পরহিতার্থে আত্ম-প্রাণ নষ্ট কোরেছে। যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে এঁর বাস, তিনি অতি ভয়ঙ্কর স্বভাবের লোক। তাঁর নিকট প্রত্যাগমন কোর্‌লে আপনার

যে দশা ঘটেছিলো, এঁরও সেই দশা ঘোটবে। এ বিষয়ে আপনি কোন উপায় কোর্ত্তে পারেন কি না?

নব। মহাশয়! আমিও সেই আশঙ্কা কোচ্ছিলেম, আপনি সকলি অবগত আছেন—আপনি এর উপায় করুন। আমার প্রাণদান কোর্‌লে যদি কোন প্রত্যুপকার হয়, তবে তাতেও প্রস্তুত আছি। আমি মনে মনে সঙ্কল্প কোচ্চি যে, সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন ক'রে আত্মসমর্পণ করি, তা হোলে তো এই মায়ার পুতুলী কুমারী কন্যার প্রাণরক্ষা হোতে পারে।

অধি। তুমি বাতুল! তাতে কি ফল দর্শাবে? তোমারও প্রাণসংহার হবে, অথচ এঁর প্রতি মহাপুরুষের ক্রোধোপশম হবে না। এঁর একমাত্র উপায় আছে।

নব। সে কি উপায়?

অধি। আপনার সহিত এঁর পলায়ন, কিন্তু তা তো অতি দুর্ঘট! আমার এখানে থাক্‌লে দু'একদিনের মধ্যে ধরা প'ড়বে। এ দেবালয়ে মহাপুরুষের সর্ব্বদা যাতায়াত, সুতরাং কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে অশুভ দেখ্‌ছি।

নব। আমার সহিত পলায়ন দুর্ঘট কেন?

অধি। এ কার কন্যা, কোন্ কুলে জন্ম, তা আপনি কিছুই জানেন না, কার পত্নী, কি চরিত্রা, তাও কিছু জানেন না। আপনি কি একে সঙ্গিনী কোর্ব্বেন? সঙ্গিনী কোরে নিয়ে গেলেও কি আপনি একে নিজ গৃহে স্থান দেবেন? যদি স্থান না দেন, তবে এ অনাথা কোথায় যাবে?

নব। আমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্যে কোন কার্য্য আমার অসাধ্য নয়। ইনি আমার আত্মপরিবারস্থ হোয়ে থাক্‌বেন।

অধি। ভাল, কিন্তু যখন আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞাসা কোর্ব্বে যে, এ কার স্ত্রী, তখন কি উত্তর দেবেন ?

নব। আপনি এঁর পরিচয় দিন, আমি সকলকে সেই পরিচয় দোব।

অধি। ভাল, কিন্তু এই পক্ষান্তরেব পথ যুবক-যুবতী অনন্যসহায় হোয়ে কি প্রকাবে যাবে ? লোকে দেখে-শুনে কি বোল্‌বে ? আত্মীয়-স্বজনের নিকটেই বা কি বুঝাবে ? আর আমিও এই কন্যাকে মা বোলেছি, আমিই বা কি প্রকারে এঁকে অজ্ঞাতচরিত্র যুবার সঙ্গে একাকী দূরদেশে পাঠিয়ে দেব ?

নব। আপনি সঙ্গে আসুন।

অধি। আমি সঙ্গে যাব—ভবানীব পূজা কে ক'রবে ?

নব। মহাশয় ! তবে কি কোন উপায় কোত্তে পারেন না।

অধি। একমাত্র উপায় হোতে পারে, তাও আপনার ঔদার্য্য গুণের অপেক্ষা করে।

নব। সে কি ! আমি কিসে অস্বীকৃত ? কি উপায় বলুন।

অধি। শুনুন, ইনি ব্রাহ্মণ-কন্যা, এঁর বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খৃষ্টান তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হোয়ে, জাহাজভঙ্গ প্রযুক্ত তাদের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত হন। সে সকল বৃত্তান্ত এর পর আপনি এঁর নিকট সবিশেষ অবগত হোতে পার্‌বেন। কাপালিক এঁকে প্রাপ্ত হোয়ে আপন যোগসিদ্ধি-মানসে প্রতিপালন কোরেছিলেন, অচিরাৎ আত্ম-প্রয়োজন সিদ্ধও

কোত্তেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া, এঁর চরিত্র পবম পবিত্র। আপনি যদি এঁকে বিবাহ কোরে গৃহে নিয়ে যান, তাহ'লে আর কেউ কোন কথা বোলতে পারবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব—কি বলেন? কি কর্ত্তব্য বোধ করেন?

নব। আপনার কথাই স্থির। আপনার অনুমতিই শিরোধার্য্য, আজ হোতে কপালকুণ্ডলা আমাব ধর্ম্মপত্নী। এঁব জন্য সংসার ত্যাগ কোর্ত্তে হয তাও কোব্‌বো। কে কন্যা সম্প্রদান কোর্ব্বে?

অধি। আমার মাকে আমিই সম্প্রদান কোর্ব্বো। (স্বগত) এতো দিনে জগদম্বার কৃপায আমার কপালিনীব বুঝি গতি হোলো।

নব। তবে বিবাহ কবে হবে? কখন্ হবে?

অধি। প্রভাতের আব তো বিলম্ব নাই, অদ্য গোধূলি লগ্নে কন্যা সম্প্রদান কোর্ব্বো। তুমি সমস্ত দিন উপবাস কোরে থাক্‌বে মাত্র। কৌলিক আচরণ সব গৃহে গিযে সম্পন্ন কোরো। একদিনেব জন্য তোমাদের লুকিযে রাখ্‌তে পারি এমন স্থান আছে; আজ যদি কাপালিক আসেন, তবে তোমাদের সন্ধান পাবেন না, কাল প্রাতে উভযে নিরাপদে যেতে পার্ব্বে।

[উভয়েব প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বনমধ্যস্থ কালীমন্দিরের অভ্যন্তর—ভিতরে প্রতিমা বিরাজিত

(বিল্বপত্রহস্তে কপালকুণ্ডলা উপবিষ্টা ও গীত)

ওমা আমার যে তুই মায়ের মত মা।
তোব মহামায়া ছায়া মোর কায়া যে শ্যামা॥
(এই) প্রাণপুষ্পে দিয়ে ডালি
তোর কোলে বোসে বলি কালী
(কোন) কামনা করি না কিছু যাচি না ক্ষমা
ও রাঙ্গা চবণে শুধু হেরি সুষমা॥

কপাল। মা! এই অভিন্ন বিল্বপত্রটি তোর চরণে দিযে গেলেম। দিয়ে গেলাম, কিন্তু মা, এ দেওযা যেন জন্মশোধ দেওয়া না হয়, এই ভিক্ষা দিস্।

(প্রতিমার অট্টহাস্য, ত্রিনয়ন প্রজ্বলিত হওন ও পদ হইতে বিল্বপত্র পতন)

একি মা! একি মা!

(পুনরায় অট্টহাস্য ও ত্রিনয়ন প্রজ্বলিত হওন)

কেন মা? কেন মা?

(পুনরায় অট্টহাস্য ও ত্রিনয়ন প্রজ্বলিত হওন)

(অধিকারীর প্রবেশ)

(উঠিয়া) বাছা! সর্ব্বনাশ হ'যেছে! কি হবে? মার পায়ে বিল্বপত্র দিলাম, মা যেন পা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন! তার পর যেন, ত্রিনয়ন জলে

উঠ্‌লো ! অট্টহাসিতে আমার প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো ! না জানি, কি আগুনের সমুদ্রেই ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি ! বাছা ! কি হবে ? মাকে প্রসন্ন ক'র্‌বার উপায় কি ?

অধি। এখন নিরুপায়, এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম, পতি শ্মশানে গেলে তোমায় সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে ! এ বিষয়ে আর দ্বিধা ক'র না। আমি মহামায়ীকে প্রসন্ন কর্‌বো।

(নবকুমারেব প্রবেশ)

এই যে নবকুমার একেবারে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছ ? বাবা নব-কুমার ! তোমার হাতে আমার কপালিনীকে দিলেম। বাছা আমার কখনও মা-বাপের বা আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ পায়নি অথচ পরমানন্দে যেন বনদেবীর মত এই বনে খেলা ক'রে বেড়াতেন। আজ আমি বনের পাখীকে তোমার স্নেহ-শিকলে বেঁধে দিলেম। মাকে আমার মমতা করো, সমাদরে রেখো। যেন বাছার পদ্মচক্ষু থেকে কখন একবিন্দুও জল না পড়ে, আমার স্বর্ণনলিনী যেন অনাদবে শুষ্ক না হয়। আহা ! বালিকা সংসারের ভালমন্দ কিছুই চেনে না। সংসার কাকে বলে তাও জানে না। তুমি বাবা ওকে সংসারী ক'রো। সংসারের ভালমন্দ তুমি ওকে চিনিয়ে দিও ! তুমি রাজা হোয়ে বাছাকে আমার রাজরাণী ক'রে রেখো। আশীর্ব্বাদ করি, দু'টিতে সোনার সংসারে সোনার সংসারী হ'য়ে কালযাপন কর। আর মা গো কপালিনি ! মাঝে মাঝে এ বৃদ্ধ সন্তানকে মনে করিস্। বাবা নবকুমার ! আমি বুক ছিঁড়ে এ রত্ন তোমাকে দিলেম ! এ রত্নের

মর্য্যাদা রেখো। আর অধিক কি বল্‌ব, এ রত্নকে কখন চরণে দলন ক'র না। তোমার লক্ষ্মীশ্রী অচলা থাক্‌বে।

নব। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

কপাল। বাবা! কেমন ক'রে তোমাকে আমি ত্যাগ ক'রে থাক্‌বো! পৃথিবীতে যে আমি তোমা বই আর কাউকে জানি না! আজ আমায় কোথায় ফেলে দিচ্ছ!

অধি। কেন মা! তোমায় তো আমি উপযুক্ত হাতেই সমর্পণ করেছি! তুমি স্বচ্ছন্দে পতির সঙ্গে গমন কর। এখন উভয়ে কালী প্রণাম ক'রে প্রস্থানোদ্যোগ কর।

(উভয়ে কালীকে প্রণাম করণ)

দেখিস্‌ মা, দেখিস্‌, এ দরিদ্র সন্তানকে মনে রাখিস্‌।

(উভয়ে অধিকারীকে প্রণাম করণ)

আশীর্ব্বাদ করি, আদর্শ দম্পতিরূপে জগতের উপকারার্থে চিরজীবন অতিবাহিত কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—ঃ*ঃ—

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তরমধ্যস্থ পথ

(নবকুমারের প্রবেশ)

নব। কপালিনীর শিবিকা বোধ হয় অনেকক্ষণ চটিতে পৌঁছিয়েছে পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমে শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, তাই শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে যেতে পারলাম না। এত পথ এলাম, কৈ চটির চিহ্নমাত্র দেখ ছিনি? দ্রুতপদে যাই, শীঘ্র পৌঁছুতে পার্ব্বো। এখন এক লহমা আমার যুগ বলে বোধ হোচ্ছে। পায়ে কি বাধলো? দেখি—(কুড়াইয়া) একখানা তক্তা ভাঙ্গা ব'লে বোধ হোচ্ছে। এ কি! আর একখানা যে। (দেখিয়া) এ যে ভগ্ন শিবিকার কাষ্ঠ! তবে কি দস্যুরা শিবিকা চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে আমার কপালিনীকে হত্যা ক'রেছে? হায় হায়! কি হলো—কি হলো! বিধি! যদি এই ইচ্ছা ছিল, তবে কঠোর নরঘাতী কাপালিকের ভৈরবী পূজা পণ্ড ক'রে কেন আমায় রক্ষা ক'র্লে! না—না, কেন অমঙ্গল চিন্তা ক'র্ছি, আমার কপালিনী বেঁচে আছে, আমার প্রাণ ব'ল্ছে—বেঁচে আছে, তা না হ'লে আমার প্রাণের ভিতরে হাহাকার উঠতো। না—ধৈর্য্যহারা হব না। আগে খুঁজে দেখি। এ কি! কার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাচ্চি? এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছ?

ম-বি। আছি।

নব। কে তুমি?

ম-বি। তুমি কে?

নব। (স্বগত) এ যে স্ত্রীলোকেব কণ্ঠস্বর—তবে কি কপালকুণ্ডলা! (প্রকাশ্যে) কপালকুণ্ডলা না কি?

ম-বি। কপালকুণ্ডলা কে আমি জানি না, আমি পথিক, আপাততঃ দস্যু হস্তে নিষ্কুণ্ডলা হোয়েছি।

নব। (প্রসন্নভাবে) কি হইযাছে?

ম-বি। দস্যুতে আমাব পাল্কী ভাঙ্গিযা দিযাছে, আমার এক জন বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে- আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লোয়ে আমাকে পাল্কীতে বেঁধে রেখে গিয়েছে।

নব। (অনুমানে স্পর্শ করিয়া—সত্বর বন্ধন মোচন করিয়া) তুমি উঠিতে পারিবে কি?

ম-বি। আমাকেও এক ঘা লাঠি লেগেছিল—পায়ে বেদনা আছে, বোধ হয় অল্প সাহায্য করিলে উঠিতে পারিব।

(নবকুমারের হস্তপ্রসারণ—তৎসাহায্যে রমণীর গাত্রোত্থান)

নব। চলিতে পারিবে কি?

ম ব। আপনার পশ্চাতে কেহ পথিক আস্ছে দেখেছেন?

নব। না।

ম-বি। চটি কতদূর?

নব। কতদূর বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয় নিকট।

ম-বি। অন্ধকারে একাকিনী মাঠে বোসে কি কোর্ব্বো, আপনার সঙ্গে চটি পর্য্যন্ত যাওয়াই উচিত। বোধ হয়, কোন কিছুর উপর নির্ভর করিতে পারিলে চলিতে পারিব।

নব। বিপদকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ। আমার স্কন্ধে ভর দিয়া যাইতে পারেন।

[মতিবিবির নবকুমারের স্কন্ধে ভর দিয়া প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মেদিনীপুরের পথপার্শ্বস্থ চটি

(চটি-রক্ষক একটি টিয়াপাখী পড়াইতেছে)

চ-র। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ; পড় বাবা, ছোলা খাবিনিকি বাপ্পা (ইত্যাদি)।

(নবকুমারের স্কন্ধে ভর দিয়া মতিবিবির প্রবেশ)

নব। ওহে, কে আছ ? শীঘ্র আলো দাও, স্ত্রীলোক দস্যুহস্তে আহতা হ'য়েছে।

(চটিরক্ষকের প্রবেশ)

(মতিবিবির উপবেশন)

চ-র। কি হঁইচে বাপ্পা, কি হঁইচে ?

নব। আর কি হোয়েছে, সর্ব্বনাশ হোয়েছে। এই স্ত্রীলোকটি অবশ্যই কোন ভদ্রঘরের দুহিতা হবেন, তোমার এই চটির খুব নিকটেই একদল দস্যুতে এঁর শিবিকা ভগ্ন কোরেছে, বাহক ও প্রহরীদের হতাহত কোরেছে। আমি এঁকে একা অসহায় অবস্থায় দেখে সঙ্গে কোরে নিয়ে এসেছি।

চ-র। তাইতো, এমনটা কেন হ'ল বাপ্পা? ফোজদারের দব্‌দবায় চোর-ডাকাতের আর তো বড় একটা নাম শোনা যায না, তবে এমনটা ক্যানে হ'ল বাপ্পা? আর এই দুই দণ্ড আগেই তো আর একখানা পাল্কী চোড়ে আর এক মাঠাকুরুণ আইছেন, কই তাঁদের তো ডাকাত ঘেরাও করেনি! এ ক্যামনটা হোল, কিছুই তো সোম্‌জে বুঝতে পাচ্ছি না বাপ্পা!

নব। আর একখানা পাল্কী এসেছে? তা ভালই হোয়েছে, সে আমার পাল্কী। এখন একটা আলো আনিয়ে দাও না!

চ-র। আরে ও মাকুণ্ডের গর্ভধারিণি! আলোটা এখানে নিয়ে আয় না।

নেপথ্যে। (চটিরক্ষকের স্ত্রী) আরে ও পোড়ামুয়া মিন্‌সে! কুথাক্কে লিয়ে যাব?

চ-র। আরে বকা মাগী! হিতাক্কে লিয়ায়—আরে হিতাক্কে লিয়ায়!

[চটি-রক্ষকের স্ত্রীর আলো আনয়ন ও আলো রাখিয়া চটিরক্ষকের স্ত্রী ও চটী-রক্ষকের প্রস্থান।

নব। (স্বগত) একি! ইনি যে অসামান্য সুন্দরী! রূপরাশি-তরঙ্গে চল চল যৌবনশোভা যেন শ্রাবণের নদীর ন্যায় উথলে পড়্‌চে। বিনা

বায়ুতে সে নদী যেমন ঈষৎ চঞ্চল, পূর্ণ যৌবনভরে রমণীর সর্ব্বশরীব তেমনি ঈষৎ চঞ্চল। বিশালোজ্জ্বল চক্ষে কটাক্ষ কি স্থির! অথচ কি মর্ম্মভেদী! ইনি নিশ্চয়ই রমণীকুল-রাজ্ঞীনামে অভিহিত হবার উপযুক্ত।

ম-বি। আপনি বসুন না! দাঁড়িয়ে রোয়েছেন কেন? আপনি কি দেখ্‌ছেন? আমার রূপ? আপনি কি কখনো স্ত্রীলোক দেখেন নি? না, আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে কোচ্চেন?

নব। আমি স্ত্রীলোক দেখেছি, কিন্তু এরূপ সুন্দরী কখন দেখিনি।

ম-বি। একটিও না?

নব। একটিও না, এমন বোলতে পারি না।

ম-বি। তবুও ভাল—তা সে একটি কি আপনার গৃহিণী না কি?

নব। কেন? গৃহিণী মনে ভাব্‌চেন কেন?

ম-বি। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে, তাই।

নব। আমি বাঙ্গালী, আপনিও তো বাঙ্গালীর ন্যায় বেশ কথাবার্ত্তা ক'চ্চেন, আপনি তবে কোন্ দেশীয়া?

ম-বি। অভাগিনী বাঙ্গালী নয়, পশ্চিমদেশীয়া মুসলমানী; আমার পরিচ্ছদ দেখে বুঝতে পাচ্ছেন না?

নব। তা পাচ্চি বটে; কিন্তু বাঙ্গালা কথা তো ঠিক বাঙ্গালীর মতনই কোচ্চেন।

ম-বি। হ্যাঁ, তা অভ্যাস আছে। আচ্ছা মহাশয়! বাগবৈদগ্ধ্যে আমার তো পরিচয় নিলেন, এখন আপনার পরিচয় দিয়ে আমায় চরিতার্থ করুন। জিজ্ঞাসা করি, যে গৃহে আপনার সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোন্ গ্রাম?

নব। আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।

ম-বি। সপ্তগ্রাম! সপ্তগ্রাম!!

নব। হ্যাঁ, সপ্তগ্রাম।

ম-বি! আর একটি কথা, দাসীব নাম মতি, মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?

নব। আমার নাম নবকুমার শর্ম্মা।

(মতিবিবি কর্ত্তৃক প্রদীপ নির্ব্বাণ)

ওকি, প্রদীপ নিবে গেল নাকি? ওগো, প্রদীপটা নিবে গেছে, জ্বেলে দিয়ে যাও।

[চটি-রক্ষকেব স্ত্রীর প্রবেশ ও প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া প্রস্থান।

(মুসলমান ভৃত্যের প্রবেশ)

ম-বি। এই যে গোলাম হোসেন! নফর! তোম্‌রা এত্তা দের কাহে হুয়া? আউর সব কাঁহা হায়?

মু-ভৃ। বিবিসাব! মেহেরবাণী করকে হামারা আরজ্‌ শুনিয়ে, বেহারা লোগ্‌ আওর সিপাহী সব মাতোয়ালা হো গিয়া, সব কোইকো এক-কাট্টা করনেকা আস্তে দের হো গিয়া। তব রাস্তামে আপ্‌কো টুটা মহাপায়্‌ দেখকে সব্‌ কোই ইধার-উধার ঢুড়নে লাগা, হাম্ বেচারা ইসি তরফ আয়া।

ম-বি। বহুৎ আচ্ছা, সব কোইকো খবর দেকে সাথ করকে লাও, আওর পেশমান্‌কো তুরন্ত ভেজ্‌ দেও!

মু-ভৃ! বহুৎ খোব বিবিসাব! সেলাম।

[প্রস্থান।

নব। তবে আর কি—আপনার লোকজন তো সব এসে প'ড়েছে—এখন তবে আমায় বিদায় দিন্।

ম-বি। এ্যাঁ! বিদায়! কেন? আপনি কোথায় অবস্থিতি কোর্ব্বেন?

নব। ঐ ও পাশের ঘরে।

ম-বি। ঐ যে ঘরের পাশ দিয়ে আপনি আমায় সঙ্গে কোরে নিয়ে এলেন? সে ঘরের সাম্‌নে তো একখানা পাল্কী দেখলেম্, তবে কি আপনার কেউ সঙ্গী আছেন নাকি?

নব। হ্যাঁ, আছেন বই কি, আমার স্ত্রী সঙ্গে।

ম-বি। ওঃ! আপনার স্ত্রী সঙ্গে? তবে তিনিই বুঝি অদ্বিতীয়া রূপসী?

নব। দেখ্‌লেই বুঝতে পার্ব্বেন।

ম-বি। বটে! তবে কি দেখ্‌তে পাওয়া যায় নাকি?

নব। তা ক্ষতি কি?

ম-বি। তবে একটু অনুগ্রহ করুন। অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখ্‌তে আমার বড় কৌতূহল হোচ্চে। বিশেষ আগ্রায় গিয়ে সকলকেই বলা চাই; কিন্তু দেখুন, আপনি এই বাহিরে একটু অপেক্ষা করুন, খানিক পরে আমি আপনার সঙ্গে যাব।

(পেশমানের প্রবেশ)

ম-বি। এই যে পেশ্‌মান্! আয় পেশ্‌মান্, এই ঘরের ভিতর আয়।

[মতিবিবি ও পেশ্‌মানের ঘরের মধ্যে প্রবেশ।

নব। (স্বগত) যবনী সুন্দরী বটে, কিন্তু মুখরা। রূপের মাধুরী আছে বটে, কিন্তু তেজস্বিতায় সে মাধুরী যেন ঢেকে রেখেছে ; কণ্ঠস্বর সুললিত, কিন্তু রহস্যের ভাণে সে লালিত্য কঠোর ব্যঙ্গ ভাবে পরিণত হোয়েছে। ও স্বাধীন সৌন্দর্য্য আমাদের নয়, ও তীব্র জ্যোতি আমাদের চক্ষে সয় না, আমরা স্ত্রীলোকের লজ্জাবনত মুখে প্রকৃতির মহাকাব্য পাঠ কোর্ত্তে চাই। আমাদের ও শুষ্ক, সতেজ, জ্বালাময় রূপে চক্ষু শীতল হয় না ; প্রাণে প্রেমের স্থানে ভীতির উদয় হয়। বাঘিনী বাঘেরই উপযুক্ত—অপরের নয়।

(দরজা খুলিয়া মতিবিবি ও পেশ্‌মানের প্রবেশ)

রমণী দেখ্‌ছি অলঙ্কারে সর্ব্বশরীর ভূষিতা কোরেছে! অলঙ্কারে কুৎসিতাও সুন্দরী হয়।

ম-বি। মহাশয়! চলুন, আপনার পত্নীর নিকট পরিচিতা হোয়ে আসি।

নব। আসুন, কিন্তু সে জন্য অলঙ্কার পরিবার বড় আবশ্যক ছিল না। আমার পরিবারের কোন গহনাই নাই।

ম-বি। তা গহনাগুলি না হয় দেখাবার জন্যই পরিচি, আপনি জানেন তো, স্ত্রীলোকের গহনা থাক্‌লে সে দশ জনকে না দেখালে বাঁচে না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

চটির অন্যপার্শ্বস্থ ঘর

(কপালকুণ্ডলা আসীনা)

কপাল। (স্বগত) এখনো শুনচি কতদূর যেতে হবে, এর মধ্যেই সকলি যেন নূতন নূতন বোলে বোধ হোচ্চে, যতক্ষণ পাল্কীতে ছিলেম, যেন একটা কিসের ভিতর ছিলেম বোলে বোধ হোচ্ছিল। এই বেড়ি আর কি? এই বেড়ি পোরেই তো সাধ কোরে সোনার খাঁচায় সেঁধুতে যাচ্চি।

(নবকুমারের সহিত মতিবিবি ও পেশমানের প্রবেশ)

নব। দেখ, ইনি কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া মুসলমান রমণী, তোমাকে দেখ্‌তে ও তোমার সঙ্গে আলাপ কোত্তে এসেচেন।

কপাল। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আমি কি কোর্ব্বো—আমি তো দেখা কোর্ত্তে জানি না।

ম-বি। মহাশয়! ইনিই আপনার ধর্ম্মপত্নী? বাঃ বাঃ! ইনি যে অতুলনীয়া সুন্দরী! এমন সুকেশের রাশ তো সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না! আহা-হা! আপনি এমন ত্রিভুবনসুন্দরীকে অলঙ্কারহীন কোরে রেখেছেন। মণিমুক্তাকাঞ্চন এ নবনীত-কোমল দেহ ব্যতীত আর কোথায়·শোভা পায়!

(মতিবিবি কর্ত্তৃক কপালকুণ্ডলাকে অলঙ্কারে সজ্জিত করণ)

নব। ও কি! ও কি হচ্ছে।

ম-বি। আমার সাধ। সাধ কোরে লোকে লাখ টাকা দিয়ে একখানা তোস্‌বির কেনে শুধু দেখ্‌তে। আর আমাব এমন মূর্ত্তিমতী দেবী প্রতিমা ছাখ্‌বার জন্য কিছু খরচ কোর্ত্তে সাধ যায় না? সৌন্দর্য্যের ভিখারী কে নয়? সুন্দর জিনিষ দেখ্‌বার জন্য, সুন্দর জিনিষ উপভোগ ক'রবার জন্য কত লোক প্রাণপাত ক'চ্চে—আর আমি এই তুচ্ছ সাধটা ক'রে প্রাণেব আশা ও সৌন্দর্য্যতৃষা মিটিয়ে নিতে পারি না কি?

নব। এ কথার উত্তর নাই, আমি কারো সাধে বাদী হ'তে চাই না।

ম-বি। তবে নিরুত্তর থাকুন। (অলঙ্কার পরানো শেষ) দেখুন, আপনি যে তখন ব'লেছেন, আমা অপেক্ষা সুন্দরী আরো দেখেছেন, সে কথা সত্য বটে। এ ফুল রাজোদ্যানেও ফোটে না; পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাতে পার্লেম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরি উপযুক্ত, এইজন্যে পরালেম, আপনিও কখন কখন পরিয়ে এই মুখরা বিদেশিনীকে মনে কোর্ব্বেন।

নব! সে কি! এ যে বহুমূল্য অলঙ্কার, আমি এ সমস্ত নোব কেন?

ম-বি। ঈশ্বর প্রসাদাৎ আমার আরো আছে, আমি নিরাভরণা হব না। এঁকে পরিয়ে আমার যদি সুখ বোধ হ'য়ে থাকে—আমার প্রাণে যদি শান্তি পেয়ে থাকি, আপনি কেন তাতে ব্যাঘাত করেন। আয় পেশমান্, আমরা যাই।

নব। চলুন; আমি আপনাদের ও-ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।

[কপালকুণ্ডলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কপাল। (স্বগত) এ কি মা! এ যে-আমায আড়ষ্ট কোবে গেল। ও মা! এই গযনা! নরম নয, সবম নয, শক্তমক্ত—ছিঃ! বল্‌লে এগুলো আমায পরিযে দিযে তাঁব সুখ হোল ; কে জানে বাপু, এ দেশেব বুঝি পবকে জ্বালা দিযে নিজেদেব সুখ হয। ভাল আপদ তো! আমি গযনা বোলে এতগুলো বেড়ি পোরে থাক্‌বো কেন?

(একজন ভিখারিণীর প্রবেশ)

ভিখা। মা লক্ষ্মী! এই গবীব অনাথাকে কিছু খেতে দাও মা।

কপাল। আমাব তো কিছুই নেই, তোমাকে কি দোবো?

ভিখা। সে কি মা! তোমাব গাযে হীবে মুক্তো, তোমাব কিছুই নাই? এ কি কথা হোলো মা!

কপাল। এগুলো পেলে তুমি সন্তুষ্ট হও?

ভিখা। তা কি মা, তাকি মা কেউ দিযে থাকে মা! যা নয তা মাগবো কেন মা?

কপাল। আমি যদি দিই, তা হোলে তুমি সন্তুষ্ট হও?

ভিখা। তা হই বই কি মা। তা হবো বৈ কি গো।

(কপালকুণ্ডলার ভিখারিণীকে সমস্ত গহনা খুলিযা দেওন)

ভিখা। (স্বগত) এ কি, সত্যি দিলেক্ না কি! তাই তো কি করি, ও বাপ্পা রে! এতো ধনকড়ি! এতো ধনকড়ি!

[প্রস্থান।

কপাল। এ কি! এ দৌড়লো কেন?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বর্দ্ধমানের সন্নিকটস্থ চটী

(মতিবিবি ও পেশমানের প্রবেশ)

ম-বি। তা বুঝি জানিস্ না? সে বড় কাব্য-কথা। আমার বাপের নাম ছিলো রামগোবিন্দ ঘোষাল, আমার যখন এগার বছর বয়েস, তখন ওই ওঁর সঙ্গে বিয়ে হয়, তার পর বছর দুই কখনো বা শ্বশুরবাড়ী কখনো বা বাপের বাড়ী এই রকম কোরে থাকি। এমন সময় বাবা আমাদের সব নিয়ে পুরুষোত্তম দর্শনে যাত্রা কোরলেন। দিল্লীশ্বর আকবর শা সেই সময় পাঠানদের বাঙ্গালা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারা উড়িষ্যায় গিয়ে বাস কর্‌ছিলো। আমরা যে সময় পুরুষোত্তম থেকে ফিরে আসি, সে সময় মোগল-পাঠানে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হোয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা পাঠানদের হাতে বন্দী হোলেম। বাবা সপরিবারে মুসলমান হোয়ে তবে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

পেশ। ও বাবা! এত হোয়েছিল, তবে তো তোমরা ভারি কষ্ট পেয়েছিলে!

ম-বি। তা আর বোল্‌তে! বাবা দেশে আস্‌তে হিন্দুসমাজ থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দিলে, তিনি নিরুপায় হোয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমে রাজমহলে, তার পর ঢাকা, তার পর আগ্রায় গিয়ে পোড়লেন। আমার নাম ছিল পদ্মাবতী, হোল লুৎফউন্নিসা, ছদ্মবেশের নাম হোল মতিবিবি। আকবর শাহের নিকট কারো গুণ অবিদিত থাকতো না, শীঘ্রই তিনি বাবার গুণগ্রহণ কোরলেন; অনতিবিলম্বে বাবা আগ্রার

এক জন প্রধান ওমরাওমধ্যে গণ্য হোলেন ? আমিও ক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পারসী শিখলেম, সংস্কৃত শিখলেম, নাচতে গাইতে রসবাদে সুশিক্ষিতা হোলেম, রাজধানীর অসংখ্য গুণবতী, রূপবতীর মধ্যে অগ্রগণ্য বোলে নাম জাহির হোল, ক্রমে নানা কুসুমবিহারিণী ভ্রমরীর ন্যায় বেড়াতে লাগলেম, অবশেষে যুবরাজ সেলিমের নয়নে পোড়লেম ! রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী যুবরাজের প্রধানা মহিষী। যুবরাজ আমাকে তাঁর প্রধানা সহচরী কোরেছিলেন। প্রকাশ্যে আমি বেগমের সখী হোলেম ; পরোক্ষে আমি যুবরাজ সেলিমের অনুগ্রহভাগিনী হোলেম। পেশমান্, তার পরের কথা তুই সবই জানিস।

পেশ। তা আর জানি না, যা চোখে দেখেছি, তা কি আর জান্‌তে বাকী আছে।

ম-বি। জানিস্ তো, তবে আর তোর কাছে বোল্‌তে ক্ষতি কি ? এখন বল্ দেখি পেশ্‌মান, আমার স্বামীকে কেমন দেখ্‌লি ?

পেশ। কেমন আর দেখ্‌বো গো ?

ম-বি। কেন ? সুন্দর পুরুষ বটে কি না বল্ ?

পেশ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; আবার সুন্দর কুৎসিত !

ম-বি। আচ্ছা, দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ওমরাও হয় ; তবে বল্ দেখি পেশমান, তিনি সুন্দর পুরুষ হন কি না ?

পেশ। ওমা ! সে আবার কি গো ?

ম-বি। কেন, তুই জানিস্ না যে, মানসিংহের ভগ্নী বড় বেগম স্বীকার কোরেচেন যে, তাঁর পুত্র খোসরু বাদসা হোলে আমার স্বামী ওমরাও হবেন ? না, যে দিন কথা হয়, সে দিন বুঝি তুই ছিলিনি ?

পেশ। সুমুখে না থাকি আড়ালে ছিলুম, কই তোমার সোয়ামি টোয়ামির কথা তো শুনেচি বোলে তো মনে হয না।

ম বি। তা হোলে তুই নিশ্চয শুনিস্ নি? আচ্ছা, কেমন শুনেছিস্—কি কি কথা হোযেছিল বল্ দেখি?

পেশ। বলবো—বলবো? আচ্ছা, শোন ঠিক কি না। আকবর শাহের পীড়িত শরীর সম্বন্ধে একদিন অনেক কথা হয, তাতে প্রথমে খোস্রুর মা তোমাকে বোল্লে যে, বাদশাহের মহিষী হোলে মনুষ্য জনম সার্থক বটে।

ম-বি। তার পর আমি যখন খোসরুর মার কাছে বিদায গ্রহণ কোরে উড়িষ্যা যাত্রা কোরলেম, তখনকার কথা তো শুনিসনি। যাবার সময আমায বোলেছিলেন, তুমি যদি এই কার্য্যসাধন কোত্তে পার, তা হোলে আগ্রার যে ওমরাহের গৃহিণী হোতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ কোরবে—তোমার স্বামী পঞ্চহাজারা মোন্‌সবদার হবেন। তাই বোলছিলেম পেশমান্, আমার স্বামী ওমরাও হবেন।

পেশ। ভাল, তাই যেন হোল, কিন্তু তোমার পূর্ব্বস্বামী ওমরাও হবেন কেন? সে কথা তো হযনি।

ম-বি। তবে আমার আর কোন্ স্বামী আছেন?

পেশ। কেন, যিনি নতুন হবেন?

ম-বি। এঁ্যা, আমার ন্যায সতীর দুই স্বামী—বড় অন্যায় কথা। ছিঃ পেশমান্! ও ঘোড়সওয়ার কে!

পেশ। ও ঠাকরুণ! আমি যে ওকে চিনি। ও খাঁ আজিমের এক জন

আশ্রিত ব্যক্তি! (নেপথ্যাভিমুখে) ওগো! এ দিকে এস, বিবি তোমায় ডাকছেন।

(পত্রহস্তে মুসলমান সওযাবেব প্রবেশ)

মু-স। উজিব সাব লুৎফউন্নিসা বিবিসাবকো সেলাম দিয়া। হাম চিঠ্যা লেকে ববাবর উড়িষ্যা যাতে থেঁ—চিঠ্যা জরুবি।

ম-বি। হাম্ আগ্রা জানেকো ওয়াস্তে উড়িষ্যামে আজ চার্ রোজ নিকাল আযা। তোম চিটী দেকে বাহাবমে বইঠো।

ম-স। (পত্রদান কবিযা) যো হুকুম বিবিসাব্।

[প্রস্থান।

ম-বি। পত্র দেখছি আজিম নিজে লিখেছেন। (পত্রপাঠ) আমাদিগের যত্ন বিফল হোযেছে; মৃত্যুকালেও আকবব শা আপন বুদ্ধিবলে আমাদিগকে পবাভূত কবিয়াছেন। তাঁহার পবলোকে গতি হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে কুমার সেলিম এইক্ষণে জাহাঙ্গীর শাহো উপাধি লইয়া আগ্রার সিংহাসনে বসিয়াছেন; তুমি খোসরুর জন্য ব্যস্ত হইও না, এই উপলক্ষে কেহ তোমার শত্রুতা সাধিতে না পারে, এমত চেষ্টাব জন্য তুমি শীঘ্র আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে। ইতি। পেশমান, দেখ্লি কি সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল—আমাদেব সব ষড়যন্ত্র বিফল হোয়ে গেল! জাহাঙ্গীর শা তক্ত্ পেলে!

পেশ। এখন উপায়?

ম-বি। এখন আর কোন উপায় নেই?

পেশ। ভাল, ক্ষতিই বা কি? যেমন ছিলে তেমনি থাক্‌বে। মোগল বাদসাহের পুরস্ত্রীমাত্রেই অন্য রাজ্যের পাটরাণীর চেয়েও বড়।

ম-বি। তা আর হয় না, আর সে রাজপুরীতে থাক্‌তে পারবো না, শীঘ্রই মেহেরউন্নিসার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের বিবাহ হবে! সের আফগানের মুখ থেকে জাহাঙ্গীর শা তাকে কেড়ে নেবেই নেবে। মেহেরউন্নিসা বড় কম বুদ্ধি ধরে না, তাকে আমি কিশোর বয়স থেকেই ভাল রকমই জানি! একবার সে পুরবাসিনী হোলে, সে-ই বাদসা হবে। জাহাঙ্গীর বাদ্‌সা নামে মাত্র থাক্‌বে। আমি যে তার সিংহাসনারোহণের পথ-রোধের চেষ্টা করেছিলাম, এ তার অবিদিত থাক্‌বে না। তখন আমার দশা কি হবে?

পেশ। তবে কি হবে বিবি—তবে কি হবে?

ম-বি। এক ভরসা আছে, মেহেরউন্নিসার চিত্ত জাহাঙ্গীরের প্রতি কিরূপ, সেইটি জান্‌তে হবে। তার যেরূপ দার্ঢ্য, সে যেরূপ গর্ব্বিতা, তাতে যদি সে জাহাঙ্গীরের প্রতি অনুরাগিণী না হোয়ে স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হোয়ে থাকে, তবে জাহাঙ্গীর শত সের আফগান বধ কোর্‌লেও মেহেরউন্নিসাকে পাবে না! আর যদি মেহেরউন্নিসা জাহাঙ্গীরের যথার্থ অভিলাষিনী হয়, তবে কোন ভরসা নেই।

পেশ। মেহেরউন্নিসার মন কিরূপে জান্‌বে?

ম-বি। লুৎফউন্নিসার অসাধ্য কি? পেশমান্! লুৎফউন্নিসার তো অসাধ্য কিছুই নাই। মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী, কালই বর্দ্ধমান গিয়ে তার নিকট দু'দিন অবস্থান কোর্‌বো।

পেশ। যদি মেহেরউন্নিসা বাদ্‌সাহের অনুরাগিণী না হন্‌ তা হ'লে কি কোরবে ?

ম-বি। পিতা বোলে থাকেন—ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে। তাই হবে, ভাল তাই হবে। (হাস্য)

পেশ। তা হাস্‌চো কেন ?

ম বি। হাস্‌চি কেন ? মনে কোন নূতন ভাব উদয় হোচ্চে।

পেশ। কি নূতন ভাব বিবি ?

ম-বি। না, তুই বাঁদী, তোকে বোল্‌বো না। এখন কাউকে বোল্‌বো না না, বোল্‌বো না।

[দ্রুত প্রস্থান।

পেশ। (স্বগত) বল আর না বল, হাস আর যা কর, মুখ ফিরিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ যে ফোঁটা কতক চক্ষের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে চলে গেলে, তাইতেই তোমার নূতন ভাবের আর কিছু ঢাকা রইল না। সব বোঝা গেল।

[অন্য দিকে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

সপ্তগ্রাম—নবকুমারের বাটীর সম্মুখস্থ পথ

(চারি জন প্রতিবেশীর প্রবেশ)

১ম-প্র। হ্যাঁ, ছোকরা লোক ছেলো ভাল। তবে কি না, নিয়তি কেন বাধ্যতে ?

২য়-প্র। এই না তার বাড়ী ?

৩য় প্র। হ্যাঁ খুড়ো। বাড়ীতে এক বুড়ো মা, আর দুটো বোন্ অষ্টপ্রহর কাঁদ্‌ছে।

১ম-প্র। আরে বোলিস্ কি ছোঁড়া! কাঁদবে না? জল-জ্যান্ত ছেলেটা বাঘের মুখে গেল!

২য়-প্র। বাঘটা শুনেছিলেম নাকি খুব বড় ?

৪র্থ-প্র। বড় বোলে বড়! এমন বড় সোঁদর বনে জন্মায় না, সে কি আর বাঘ রে দাদা, সে তার যম! ধোর্‌লে আর নিয়ে গেল! এ—র কোর্‌তে কোর্‌তে চোকের বার হোয়ে গেল।

২য়-প্র। আপনি চোকে দেখেছেন নাকি? বাঘটা কত বড় হবে?

৪র্থ-প্র। চোকে দেখা কি বোল্‌চো হে? আমাতে তাতেই তো কাট আনতে নেবেছিলুম। আমি এগিয়ে, সে পেছিয়ে, বাঘ ব্যাটা কোর্‌লে কি জান—আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নবকুমারটাকে নিয়ে চলে গেল!

২য়-প্র। তা হোলে যম বই আর কি বলা যায়? বাঘটা মহাশয় বড় হবে কত?

৪র্থ-প্র। আরে ভায়া বড় বোল্‌চো কি? এই আমার হাতের চৌদ্দটি হাত গুণে মাপা। এক চুল এদিক ওদিক নয়।

১ম প্র। না, অতো হবে না, আমিও তো ছিলুম! আমিও তো দেখেছি, আট ন' হাত হবে। বাঘটা আমাকেই ত-আগে তাড়া কোরেছিল— আমি পালালুম। নবকুমাব তত সাহসী পুরুষ নয—পালাতে পাবলে না।

৪র্থ-প্র। তুমি ঘুমিযে ঘুমিয়ে দেখেছিলে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পালিযেছিলে? চৌদ্দ হাত কি, ববং দু'এক হাত বেশী হোতে পাবে। আবে সে বাঘ কি; এই বড় বড় দু'খানা কুমোরেব চাকের মত চোক ঘুরচে, এই বড় বড় থামের মত চারিটি পা! এই মুখ, এই নাক, এই থাবা, এই গজালের মত বড় বড় দাঁত—হাঁ করলে ব্রহ্মাণ্ড গিলে ফেলতে পাবে! চৌদ্দ হাত, ষোল হাত কি? বিশ ত্রিশ হাতের একটুকু কম নয়; তা তোমবা গাঁজাখোরই বল—আব যা বল।

(বাটীব দবজা খুলিয়া নবকুমারেব প্রবেশ)

নব। কি খুড়ো মহাশয়! বিশ ত্রিশ হাতের কম নয় বোল্‌চেন?

৪র্থ-প্র। অ্যাঁ—তা—তা—তাই তো—নব নাকি হে?

১ম-প্র। তাই তো নবকুমার! কবে এলে হে—কেমন কোরে?

নব। আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেচি।

৪র্থ-প্র। যা ভেবেছিলেম তাই হোয়েচে, বাঘ ব্যাটা উগরে দিয়েচে। হাজার হোক তেজস্বী ব্রাহ্মণের ছেলে; সে ব্যাটা হজম কোরতে পারবে কেন? তবে বাবা নবকুমার, বেশ ভাল আছ! আমরা

আরো কত ভাবছিলেম, যে একসঙ্গে গেলেম—একসঙ্গে আস্তে পাবলুম না।

নব। যে আজ্ঞে; আপনাদের যথেষ্ট কৃপা বটে! তা ফেলে রেখে এসেছিলেন—এসেছিলেন; চৌদ্দ হাত বাঘে খাওয়ার ঘটনাটা না কোরলেও চোল্‌তো।

৩র্থ-প্র। সে কথা বাবা—কথার কথা বাবা, পাঁচ জনে ছাড়ে না বাবা। তা বাবা, এই বুড়ো ব্যাটাদের আশীর্ব্বাদে—প্রাণে বেঁচে এসেছো তো বাবা—তা বাবা, কিছু মনে কোর না বাবা। ওহে ভায়া! সব শিগ্গির শিগ্গির চলো, ওদিকে হয় তো পাতা প'ড়ে গেল।

নব। আজ্ঞে, আমিও তো মুখুয্যে মহাশয়দের বাড়ী খেতে যাবো। তা চলুন না—এক সঙ্গেই চলুন না!

১র্থপ্র। ও বাবা, তাই তো! তুমি যাবে? তা বাবা, গ্যাখ, তোমার ব্যাগ্যতা করি বাবা! কথাটা একটু চেপে চুপে বোলো বাবা?

[সকলের প্রস্থান।

(ছাদের উপরে শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা উপবিষ্ট)

শ্যাম। (কপালকুণ্ডলার চিবুকে হাত দিয়ে)

বলে—পদ্মরাণী, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে?
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়॥

ছি ছি - সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি—এ কি জ্বালা বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পরপরশে সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥

তুই কি লা চিরকাল তপস্বিনী থাক্‌বি ?

কপাল। কেন, কি তপস্যা কোরচি ?

শ্যামা। (দুই হস্তে কপালকুণ্ডলার কেশতরঙ্গ তুলিয়া) তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধবে না ?

কপাল। (ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।)

শ্যামা। ভাল, আমার এই সাধটি পুরাও। একবার 'আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাক্‌বে ?

কপাল। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয়নি, তখন তো আমি যোগিনীই ছিলাম ?

শ্যামা। এখন আর থাক্‌তে পারবে না ?

কপাল। কেন থাক্‌বো না ?

শ্যামা। কেন ? দেখবি ? যোগ ভাঙ্গবো ? পরেশ পাথর কাকে বলে জান ?

কপাল। না।

শ্যামা। পরেশ পাথরের স্পর্শে রাঙও সোণা হয় !

কপাল। তাতে কি ?

শ্যামা। মেয়ে-মানুষের পরেশ পাথর আছে।

কপাল। সে কি ?

শ্যামা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হোয়ে যায় তুই সেই পাথর ছুঁয়েছিস। দেখবি,—

বাঁধাব চুলের রাশ,　　পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সাঁতির ধার,　　কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কাণে তোর দিব জোড়া দুল॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া,　　বাটা ভোরে পান গুয়া,
রাঙ্গা মুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুতলী ছেলে,　　কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে॥

কপাল। ভাল, বুঝলেম্। পরেশ পাথর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হোলেম। চুল বাঁধলেম, ভাল কাপড় পোরলেম্, খোঁপায় ফুল দিলেম্, কাঁকালে চন্দ্রহার পোরলেম, কাণে দুল্ দুল্‌লো; চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান গুয়া, সোনার পুতলী পর্য্যন্ত হোলো; মনে কর, সকলি হোল। তা হোলেই বা কি সুখ?

শ্যামা। বল দেখি, ফুলটি ফুটলে কি সুখ?

কপাল। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?

শ্যামা। ফুলের কি? তা তো বোল্‌তে পারি না। কুলীনের হাতে পোড়ে কখন ফুল হোয়ে তো ফুটিনি। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হোতেম, তা হোলে ফুটে সুখ হোতো। আচ্ছা তাই যদি না হোলো, তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি?

কপাল। বল্‌তে পারি না, বোধ করি, সেই সমুদ্র-তীরে সেই বনে বনে বেড়াতে পারলে আমার সুখ জন্মে।

শ্যামা। এখন ফিরে যাবার উপায় ?

কপাল। এখন উপায় নেই।

শ্যামা। তবে কর্‌বে কি ?

কপাল। অধিকারী বোল্‌তেন—ত্বয়া হৃষীকেশ যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

শ্যামা। (মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে) যে আজ্ঞে ভট্টাচার্য্যি মহাশয়! তার পর কি হইল ?

কপাল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) যা বিধাতা কোরবেন, তাই কোরবো! যা কপালে আছে, তাই ঘোটবে;

শ্যামা। কেন কপালে আর কি আছে। সুখ আছে, তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন ?

কপাল। শোন; দীর্ঘনিশ্বাস কেন ফেলি শোন। যে দিন স্বামীর সঙ্গে হেথা আস্‌বার জন্যে যাত্রা করি, সেই দিন যাত্রা করবার কালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলেম। আমি মায়ের পায়ে ত্রিপত্র না দিয়ে কোন কর্ম্ম কোর্‌তেম না। অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে অজ্ঞাত দেশে আস্‌তে শঙ্কা হোতে লাগ্‌লো। ভাল-মন্দ জান্‌তে মার কাছে গেলেম। মা আমার ত্রিপত্র ধারণ কোরলেন না। আর যেন ক্রোধভরে আমার দিকে কটাক্ষপাত কোরতে লাগ্‌লেন। তাই ভাবি, না জানি কপালে কি আছে।

শ্যামা। উঃ! কথা শুনে যে গা-টা শিউরে উঠ্‌লো। তা বোন, ও-সব আর তুমি ভেব না।

তৃতীয় অঙ্ক

—ঃ*ঃ—

প্রথম দৃশ্য

বর্দ্ধমান—মেহের-উন্নিসার বিলাস-কক্ষ

(টার্‌কিস্ ডাইভান্ উপরি অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় মেহের-উন্নিসা সেলিমেব ছবি লইয়া উপবিষ্ট)

গীত

(মেবে) চিত চোরায়লী চতুর নেহারে।
হাসত না ভাসত আবকি বিচারে ॥
রূপ না দেখত, গুণ না শুনত,
পিয়াসা না বুঝত প্রীত কি পিয়ারে।
সিনান করায়লী নয়ন-আসারে ॥

মেহে। (স্বগত) ভাল নাগর! দেখা যাবে। যদি কখনো দেখা পাই, তখন দেখো জঁাহাপনা! তুমি আমায় রূপ দেখিয়ে ভাল বাসিয়েছে, তখন দেখো, আমিও আবার গুণ দেখিয়ে ভালবাসাতে পারি কি না!

(মতিবিবির প্রবেশ)

মেহে। এসেছ! এই দেখ দেখি, তোস্‌বির্ কেমন এঁকেচি! তুমি দেখ্‌তে চেয়েছিলে, এই দেখ।

মতিবিবির গীত

(আহা) প্রাণ দিয়ে সই প্রাণের ছবি হাতে এঁকেছ।
তুলিতে ললিতে ভাল তুলে লোয়েছ ॥
ভাল তুলেছ ললিতঠাম, কমনীয় সম কাম,
চোখে মুখে ভালবাসা উছুলে দেছ।
(ওলো) তুলিতে ললিতে ভাল তুলে লোয়েছ ॥

মেহে। তা বেশ, এখন সত্যি বল না সই, ছবিখানি কেমন হোয়েছে ?

ম বি। সত্যি বোল্‌ছি, বেশ হোয়েছে, ঠিক তাঁর মত হোয়েছে। তোমার ছবি ঠিক বরাবর যেমন হোয়ে থাকে, তেমনি হোয়েছে। অন্য কেউ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নয়, এই দুঃখের বিষয়।

মেহে। তাই যদি সত্য হয়, তবে দুঃখের বিষয় কেন ?

ম-বি। অন্যের তোমার ন্যায় চিত্রনৈপুণ্য থাক্‌লে তুমি যে ত্রিভুবনসুন্দরী —তোমার এ মুখের আদর্শ রাখতে পারতো।

মেহে। কবরের মাটীতে এ মুখের আদর্শ থাক্‌বে।

ম-বি। কেন ভগ্নি। তোমার আজ মনের স্ফুর্ত্তির এতো অল্পতা কেন ?

মেহে। স্ফুর্ত্তির অল্পতা কই ? তবে তুমি যে আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ কোরে যাবে, তাই বা কি প্রকারে ভুল্‌বো ? আর দু'দিন থেকে তুমি কেনই বা চরিতার্থ না কোর্ব্বে ?

ম-বি। সুখে কার অসাধ ? সাধ্য হোলে আমি কেন যাব ? কিন্তু আমি পরের অধীন, কি প্রকারে থাক্‌বো ?

মেহে। আমার প্রতি তোমার তো আর ভালবাসা নেই, থাক্‌লে তুমি কোনমতে রোয়ে যেতে। এসেছ তো রইতে পার না কেন?

ম-বি। আমি তো সকল কথাই বোলেছি। আমার সহোদর মোগল-সৈন্যের মোন্‌সব্‌দাব, তিনি উড়িষ্যায় পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হোয়ে সঙ্কটাপন্ন হোয়েছিলেন। আমি তাঁরই বিপদ সংবাদ পেয়ে বেগমের অনুমতি লোয়ে তাঁকে দেখতে এসেছিলাম। উড়িষ্যায় অনেক বিলম্ব কোরিচি, এখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়। তোমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয়নি, এজন্য দু'দিন রোয়ে গেলাম।

মেহে। বেগমের নিকট কোন্ দিন পৌঁছিবার কথা স্বীকার কোরে এসেছ?

ম-বি। দিন নিশ্চয় কোরে তিন মাসের পথ যাতায়াত করা কি সম্ভবে? কিন্তু অনেক কাল বিলম্ব করিচি, আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মাতে পারে।

মেহে। (হাসিয়া) কার অসন্তোষের আশঙ্কা কোর্‌চো? যুবরাজের না তাঁর মহিষীর?

ম-বি। এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? উভয়েরই অসন্তোষ হোতে পারে।

মেহে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধারণ কোর্‌চো না কেন? শুনেছিলেম, কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ কোরে খাস্ বেগম কোরবেন; তার কত দূর?

ম-বি। আমি তো সহজেই পরাধীনা, যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তা কেন নষ্ট কোরবো? বেগমের সহচারিণী বোলে অনায়াসে

উড়িষ্যায় আস্‌তে পারলেম, সেলিমের বেগম হোলে কি উড়িষ্যায় আসতে পারতেম?

মেহে। যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হবে, তার উড়িষ্যায় আসবার প্রয়োজন?

ম-বি। সেলিমের প্রধানা মহিষী হব, এমন স্পর্দ্ধা কখন করি না। এ হিন্দুস্থানে কেবল মেহেরউন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হবার উপযুক্ত।

মেহে। ভগ্নি! আমি মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দেবার জন্য এ কথা বোল্‌লে—কি আমার মন জানবার জন্য বোল্‌লে? কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে সের আফগানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে সের আফগানের দাসী, তা তুমি বিস্মৃত হোয়ে কথা ক'য়ো না।

ম-বি। তুমি যে পতিগতপ্রাণা, তা আমি বিলক্ষণ জানি। সেইজন্যই ছলক্রমে এ কথা তোমার সুমুখে পাড়তে সাহস করেছি? সেলিম যে এ পর্য্যন্ত তোমার সৌন্দর্য্যমোহ ভুলতে পারেন নি, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধান থেকো।

মেহে। এখন বুঝলেম; কিন্তু কিসের আশঙ্কা?

ম-বি। বৈধব্যের আশঙ্কা।

মেহে। বৈধব্যের আশঙ্কা! সের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নয়। বিশেষ আকবর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে তাঁর পুত্রও বিনাদোষে পরপ্রাণ নষ্ট করে নিস্তার পাবেন না।

ম-বি। সত্য কথা, কিন্তু উপস্থিতকায় আগ্রার সংবাদ এই যে, আকবর

শা গত হ'য়েছেন, সেলিম সিংহাসনারূঢ় হোয়েছেন, দিল্লীশ্বরকে কে দমন ক'রবে ?

(মেহেরউন্নিসার ক্রন্দন)

ম-বি। কাঁদ কেন ?

মেহে। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে ; আমি কোথায় ?

ম-বি। তুমি আজও যুবরাজকে বিস্মৃত হ'তে পারনি ?

মেহে। কাকে বিস্মৃত হব ? আত্মজীবন বিস্মৃত হব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হ'তে পারব না। কিন্তু শোন ভগ্নি ! একথা যেন কর্ণান্তর না হয়।

ম-বি। ভাল, তাই হবে ; কিন্তু যখন সেলিম শুনবেন যে, আমি বর্দ্ধমানে এসেছিলেম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা কোরবেন যে, মেহেরউন্নিসা আমার কথা কি ব'ল্লে, তখন আমি কি উত্তর দেব ?

মেহে। এই ব'লো যে, মেহেরউন্নিসা হৃদয়ে তাঁর ধ্যান ক'রচে ; প্রয়োজন হ'লে তাঁর জন্য আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত দান ক'রবে ; কিন্তু যদি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক তার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সঙ্গে তার ইহজন্মে সাক্ষাৎ হবে না।

[বেগে মেহেরউন্নিসার প্রস্থান।

ম-বি। আহা, কথাটা যেন বুঝতে বাকী রইলো। সেলিমকে ভালবাসেন তাও বোল্লেন ; তার জন্যে মোরতে পারেন তাও বোল্লেন ; সোয়ামীটেতে যে বাধা প'ড়েছে—তাও ইসারায় একরকম বুঝিয়ে

গেলেন ; এখন সোয়ামী ম'লেই উনি তার, এ আর কোন কথা মেহের ! এ যে, সেযানে সেযানে কোলাকুলি, বোন ! তবে জিৎ পারা এখন তোমারই বটে, কেন না, এখন আমার জিদ বড় নেই—আমার ভাঁটার টানে বান ডেকেছে ; আমার উজান বো'তে এখন বহু দূর যেতে হবে।

[মতিবিবির প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

আগ্রা—জাহাঙ্গীরের কক্ষ

(জাহাঙ্গীরের প্রবেশ)

জাহাঙ্গীর। (স্বগত) সাম্রাজ্যে তৃপ্তি নেই, বিলাসে হৃদয়ের আশা মিটে না—সর্ব্বদা প্রাণ হু হু করে। যেন কত আশা—যেন কত আশায় তৃপ্তি হ'লে তবে হৃদয় পোরে। ওহো, কত তৃপ্তি ! সে কত তৃপ্তি ! ভাবতে পারি না কত তৃপ্তি ! যদি পাই, যদি প্রাণ ভোরে দেখতে পাই, যদি প্রাণ দিয়ে তাকে প্রাণের কাছে পাই, তাহ'লে যে কত তৃপ্তি, প্রাণে ধরে না এতো তৃপ্তি ! সাম্রাজ্য গড়াগড়ি যাবে, সিংহাসন চূর্ণ হ'য়ে যাবে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, কোটি কোটি প্রজামণ্ডলী এতটুকু স্থান অধিকার কোত্তে পারবে না ! যদি না পাই ! যদি সেই ত্রৈলোক্য-সুন্দরীকে আপনার বোলতে না পারি ! পাব না কি ? সেই সর্ব্বোচ্চ

রত্ন—আজ দিল্লীশ্বর আমি, আমার রত্নমুকুটে স্থান পাবে না? ওহো! মনে আছে কত অনলে পুড়েছি, শিবায় শিবায় বিদ্যুতের মতন আগুন জ্ব'লে গেছে, তাও সহিচি! সাধনায় যদি সিদ্ধি থাকে, এ বুকভরা জ্বলন্ত প্রেমের যদি কিছু আকর্ষণ থাকে, তবে সে স্বর্ণপ্রতিমা আমার হবে। শের আফগান বানরবই তো নয়! সে মুক্তার মালা তার গলায় সাজবে কেন? আমিই তার ন্যায্য অধিকারী!

(গীত গাহিতে গাহিতে মতিবিবির প্রবেশ)

বঁধুয়া না মিটাল পিযাসা হামারি।
বারি বারি করি জনম গোয়াইনু, না মিলিল বিন্দু দু'চারি॥
বারিদে বারিদে কহি মিনতি করতুঁ হায়।
হা হা বারি কাঁহা বারি পিয়াসা নিবারি॥

জাহা। তাই গো লুৎফউন্নিসা! তবে দেখচি পিয়াসা তোমার মিটলো না? তাও এক রকম ভাল! ও তেষ্টা মিটেও না মেটাই দরকার, তা ও কথা যাক, এখন উড়িষ্যা থেকে এলে কবে?

ম-বি। জাঁহাপনা! দাসী এইমাত্র এসে উপস্থিত হোয়েছে।

জাহা। তোমার সহোদরের সংবাদ ভ'ল?

ম-বি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জাহা। পথে কোন বিপদ হয়নি?

ম-বি। না, দাসী স্বচ্ছন্দে এসেছে। আর বিশেষ অন্য দিকের পথ বড় দুর্গম বোলে আমি বর্দ্ধমান দিয়ে এসেছি।

জাহা। বর্দ্ধমান দিয়ে এসেছ? বর্দ্ধমানে দু'একদিন ছিলে নাকি?

ম-বি। আজ্ঞে হ্যাঁ, মেহের আমার বাল্যসখি, তাই তার ওখানে দু'দিন ছিলেম।

জাহা। মেহেরউন্নিসার নিকট দু'দিন ছিলে ? মেহেরউন্নিসা আমার কথা কিছু বোল্লে ?

ম-বি। ঢের্, কত বোল্লে।

জাহা। কি বোল্লে, বল না ?

ম-বি। সে অনেক কথা, তত কথা কি কোরে বলি বলুন্।

জাহা। তা হবে না, কথাগুলি সমস্ত বোল্‌তে হবে, একটিও কথা বাদ দিলে আমি বড় কষ্ট হব জান।

ম-বি। তা মাকনই আর কাটুনই, তত কথা খপ্ কোরে আমার মুখ থেকে যে বেরুবে—

জাহা। বেরুতেই হবে, না বেরুলে আমি ছাড়বো না। বল— এখনি বল—

ম-বি। আপনি, না ব'ল্‌লে দেখছি নেহাৎ ছাড়বেন না। আর নূতন সম্রাটের প্রথম হুকুমটা অমান্য করাও ভাল দেখাচ্চে না, সুতরাং একে-একে ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে ধীরে-ধীরে আমি বোলতে থাকি আর আপনি শুন্‌তে থাকুন্।

জাহা। তা হবে না, তোমায় শীঘ্র শীঘ্র বোলতে হবে। বল—বল—বল—

ম-বি। ওগো বলি গো—বলি—বলি—বলি। সে ভালবাসে গো ভালবাসে, সে নিজে মুখে বোলেছে ছেলেবেলা থেকে ভালবাস্‌তো, ভালবাসে, আর এখন সম্রাট হোয়েছেন শুনে সে বোলেছে—আগের ভালবাসার চেয়ে এখন তার চার গুণ বাসা বেসে ফেলেছে।

(মতিবিবির গীত)

(আহা) সে যে বেসেছে ভাল।
সে তোমার তুমি তার আঁধার আলো ॥
ভাল সে বাসিতে ভাল, ভালবাসা বাসে ভাল,
তুমি ভাল আর তার সকলি কাল ॥

জাহা। বিবি! এইবার মেহেরউন্নিসার কথা একে-একে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বল।

ম-বি। বাহবা! আবার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত? আচ্ছা বলি—তার প্রথম কথা ভালবাসি, দ্বিতীয় কথা দেখ্‌লে বাঁচি, তৃতীয় কথা কবে যাব? চতুর্থ কথা আবার ঐ ভালবাসি, তারপর আবার সেই দেখ্‌লে বাঁচি, তারপর আবার সেই কবে যাব। এই রকম যতবার বোলতে বলেন ততবার বোলে যাই, সে শতবার বোলেছে, বোলতেও বোলে দিয়েছে।

জাহা। না, না—ও এক কথা আর একশোবার বোলে কাজ নেই, সে যে ভালবাসে বোলেছে এই যথেষ্ট।

ম-বি। জাঁহাপনা! দাসী শুভসংবাদ দিয়েছে, দাসীর এখনো কোন পুরস্কারের আদেশ হয়নি।

জাহা। (হাসিয়া) বিবি! তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত।

ম-বি। জাঁহাপনা! দাসীর কি দোষ?

জাহা। দিল্লীর বাদ্‌সাকে তোমার গোলাম কোরে দিয়েছি; আরো পুরস্কার চাইচো?

ম-বি। (হাসিয়া) স্ত্রীলোকের অনেক সাধ।

জাহা। আবার কি সাধ হোয়েছে ?

ম-বি। আগে রাজাজ্ঞা হোক্ যে, দাসীব আবেদন গ্রাহ্য হবে।

জাহা। যদি রাজকার্য্যের বিঘ্ন না হয়।

ম-বি। একের জন্য দিল্লীশ্বরের কার্য্যের বিঘ্ন হয় না।

জাহা। তবে স্বীকৃত হ'লুম। সাধটি কি শুনি ?

ম-বি। সাধ হোয়েছে, একটি বিবাহ কোর্ব্বো।

জাহা। (হাঃ হাঃ হাঃ) এ নতূনতরো সাধ বটে! কোথাও সম্বন্ধের স্থিরতা হোয়েছে ?

ম-বি। তা হোয়েচে। কেবল রাজাজ্ঞাব অপেক্ষা। বাজ্ঞাব সম্মতি প্রকাশ না হোলে কোন সম্বন্ধ স্থির নয়।

জাহা। আমার সম্মতির প্রয়োজন কি? কাকে এ সুখের সাগরে ভাসাবে অভিপ্রায় কোরেচ ?

ম-বি। দাসী দিল্লীশ্বরের সেবা কোরেচে বোলে দ্বিচারিণী নয়। দাসী আপন স্বামীকেই বিবাহ কর্‌বার অনুমতি চাইচে।

জাহা। বটে! এ পুরাতন নফরেব দশা কি কোর্ব্বে ?

ম-বি। দিল্লীশ্বরী মেহেরউন্নিসাকে দিয়ে যাব।

জাহা। দিল্লীশ্বরী মেহেরউন্নিসা কে ?

ম-বি। যিনি দিল্লীশ্বরী হবেন। জাঁহাপনার কি এ সম্বন্ধে সম্মতি নাই ?

জাহা। আমার অসম্মতি নাই। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আবার বিবাহের আবশ্যকতা কি ?

ম-বি। কপালক্রমে প্রথম বিবাহে স্বামী, পত্নী বোলে গ্রহণ কোল্লেন না। এক্ষণে দিল্লীশ্বরের দাসীকে ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বেন না।

জাহা। (হাসিয়া) প্রেয়সী! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয়, তবে তদ্রূপই কব। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ কোরে যাবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য্য উভয়েই বিবাজ করেন না? এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফুটে না?

ম-বি। ক্ষুদ্র ফুল ফুটে থাকে, কিন্তু এক মৃণালে দুটি কমল ফোটে না। আপনাব রত্ন-সিংহাসনেব তলে কেন কণ্টক হোয়ে থাক্‌বো?

(মতিবিবির গীত)

মজাবো না, মজ্‌বো না আর আপন মনে ভেসে যাই।
খুঁজে দেখি ব্যথাব ব্যথী মাথাব মণি কোথায় পাই॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

জাহা। যাক্‌, চোলে যাক্‌, যে পিযাসা মিটেচে, সে পিয়াসা আর নেই। এ যে পিয়াসা প্রাণের, প্রাণেব অন্তস্থল থেকে এ তৃষা এসেছে, এ তৃষা কি মিট্‌বে না? সে ত্রিভুবন-সুন্দরী কি আমার হবে না? না না, ভাব্‌বো না, সে আমারি যে। কঠোর পিতৃ আদেশে আমার প্রাণ থেকে তাকে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়াছিল বই তো নয়। এখন পিতা নেই, ভারতের সিংহাসন এখন আমাব। আমিও তাকে আমার জন্য ছিঁড়ে নিয়ে আস্‌বো, আর কেউ বাধা দেবে না, বাধা দিতে পার্ব্বেও না। এক দিন—দু'দিন পরেই সে বস্‌রাই গোলাপকে তুলে এনে আমার এ রাজ্যোদ্যানে বসাবই বসাব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আগ্রার মধ্যস্থ মতিবিবির কক্ষ

(এক দিক হইতে একটি পোষাক হস্তে মতিবিবি অপর দিক হইতে পেশমানের প্রবেশ)

ম-বি। পেশ্‌মান্‌! এ পোষাকটি তুমি নাও।

পেশ। ঠাকুরাণি! এ বহুমূল্য পোষাক আমায় কেন? আজকের কি সংবাদ?

ম-বি। সংবাদ শুভ বটে।

পেশ। তা তো বুঝতে পাচ্চি। তবে মেহেরউন্নিসার ভয় ঘুচেচে?

ম-বি। ঘুচেছে। এক্ষণে সে বিষয়ে কোন চিন্তা নেই।

পেশ। আঃ, শুনে বাঁচ্‌লেম। তবে ঠাকুরুণ! আজ থেকে আমি বেগমের দাসী হ'লুম।

ম-বি। যদি তুমি বেগমের দাসী হোতে চাও, পেশমান্‌, তবে আমি মেহেরউন্নিসাকে বোলে দেবো।

পেশ। সে কি! আপনি এইমাত্র বোল্লেন যে, মেহেরউন্নিসার বাদ্‌শাহের বেগম হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

ম-বি। আমি এমন কথা বলিনি, আমি বোল্লেম, সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নেই।

পেশ। চিন্তা নেই কেন? আপনি আগ্রার একমাত্র অধীশ্বরী না হোলে যে সকলি বৃথা হোল।

ম-বি। পেশমান্! আগ্রার সঙ্গে সম্পর্ক রাখ্‌বো না—কোন সম্পর্ক রাখ্‌বো না।

পেশ। সে কি, আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আজকের শুভ সংবাদটা তবে কি, বুঝিয়ে বলুন না।

ম-বি। শুভ সংবাদ এই যে, আমি জীবনের মত আগ্রা ত্যাগ করে চল্লেম।

পেশ। কোথা যাবেন?

ম-বি। বাঙ্গলায় গিয়ে বাস কোরবো, পারি যদি ভদ্রলোকের গৃহিণী হব?

পেশ। এরূপ ব্যঙ্গ নূতন বটে; কিন্তু শুন্‌লে যেন প্রাণ শিউরে উঠে।

ম-বি। ব্যঙ্গ কচ্চি না, আমি সত্য সত্যই আগ্রা ত্যাগ করে চল্লেম! বাদসার নিকট বিদায় নিয়ে এসেছি!

পেশ। এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার কেন জন্মালো।

ম-বি। পেশমান্! কুপ্রবৃত্তি নয়; অনেক দিন আগ্রা বেড়ালেম, কি ফল লাভ হ'ল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল! সে তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির জন্য বঙ্গদেশ ছেড়ে এ পর্য্যন্ত এলেম। এ রত্ন কেন্‌বার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিছি? আর যে উদ্দেশ্যে এতদূর করলেম, তার কোনটাই বা হস্তগত হয়নি? ঐশ্বর্য্য সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলেই তো প্রচুর পরিমাণে ভোগ কোরলুম; কোরেও কি হোল? আজ এখানে ব'সে সব দিন মনে মনে গোণে বোলতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হইনি!

এক মুহূর্ত্তের জন্য কখনও সুখভোগ করি নাই—কখনও পরিতৃপ্ত হইনি। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা কোরলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ কোরতে পারি। কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকতো, তবে এতদিনে এক দিনের তরেও তো সুখী হতেম। কিন্তু কই পেশমান্! কই সুখ! এক দিন কোথাও এক মুহূর্ত্তের তরেও সুখী হলেম না।

পেশ। আমি এর তো কিছুই বুঝতে পারলম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন?

ম-বি কেন হয় না; তা এত দিনে বুঝিছি; তিন বছর বাদ্দ প্রাসাদের ছায়ায় বোসে যে সুখ না হোয়েছে, উড়িষ্যাতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হোয়েছে—এতেই বুঝেছি।

পেশ। কি বুঝেছ?

ম বি। আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলুম; বাহিরে সুবর্ণ রত্নাদিতে খচিত, ভেতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণে—আগুনের মধ্যে বেড়িয়েছি, কখন আগুন স্পর্শ করিনি। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজে একটা রক্তশিরা-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।

পেশ। এতো কিছু বুঝতে পারলেম না!

ম বি। আমি এই আগ্রায় কখন কাকেও ভাল বেসেছি?

পেশ। (চুপি চুপি) কাকেও না!

ম-বি। তবে পাষাণী নই তো কি?

পেশ। তা এখন যদি ভালবাসতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন?

ম-বি। মানসটা তো বটে সেই জন্য আগ্রা ত্যাগ কোরে যাচ্ছি।

পেশ। তারই বা প্রয়োজন কি? আগ্রায় কি মানুষ নেই যে, চুয়াড়ের দেশে যাবে! এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাঁকেই কেন ভালবাস না? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাতে বল, দিল্লীর বাদ্সার চেয়ে বড় পৃথিবীতে কে আছে?

ম-বি। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাক্‌তে জল অধোগামী কেন?

পেশ। কেন?

ম-বি। অদৃষ্টের লিখন!

(যোধাবাইয়ের প্রবেশ)

ম-বি। এ কি! সম্রাটপত্নী! বড় বেগম সাহেব যে, অধীনার ক্ষুদ্র কুটীরে আগমন কোরেছেন!

যোধা। লুৎফউন্নিসা! সখি! আজ আমি প্রাণের জ্বালায় ছুটে বেড়াচ্ছি। সমস্ত আগ্রাময় ছুটে বেড়াচ্ছি! এত দিন পরে আমার সব আশা নির্ম্মূল হোল! এতো পরামর্শ, এতো ষড়যন্ত্র, এতো যত্নেও আমি সম্রাট-জননী হ'তে পারেলেম না।

ম-বি। না হোক্, সম্রাট-পত্নীতে কোন বাধা পড়েনি!

যোধা। সে কি লুৎফউন্নিসা! তুমি কি জান না? আমার সে পথেও কাঁটা পড়েছে! তা কি তুমি শোনোনি!

ম-বি। কই না—কেন? তা তো কিছু শুনিনি।

যোধা। ও বোন্, শোননি? সিংহাসনে উপবেশন কোরেই সম্রাট কয় জন অস্ত্রধারী বীরপুরুষকে বর্দ্ধমানে পাঠিয়েছিলেন। তারা

সের আফগানকে বধ কোরে মেহেরউন্নিসাকে এনে উপস্থিত কোরেছে। মেহেরউন্নিসা আজ সম্রাটেরও সম্রাট্। লুৎফউন্নিসা! তোমায় বালিকা কাল থেকে ভালবাসি, তুমিও আমায় ভগ্নীর ন্যায় ভালবাস। আজ আমি আমার খোস্‌রু নিধিকে তোমার হস্তে সমর্পণ করতে এসেছি! তাকে আমার মতন যত্ন কোরো—আদর কোরো—মাতৃহীন বোলে ভাবতে দিও না—এই ভিক্ষা আমায় দাও।

ম-বি। ঠাকৃরুণ! কাকে কি বোলছেন? আমি তো এখানে আর একদণ্ডও থাকবো না, আমি সম্রাটের কাছে বিদায় নিয়ে এসেছি, আগ্রার ছায়াও আর মাড়াবো না। আমি হারানো ধন ফিরে পেয়ে ভিখারিণীর ন্যায় দেশে দেশে ফিরবো!

যোধা। ওহো, তবে কি হবে?—কি হবে?—প্রাণের বোঝা কার কাছে নামাই! এই হতভাগিনীর এ বিপদে কে রক্ষা করবে! কেউ নাই—কেউ নাই—এ জগতে আর আমার কেউ নাই। অভাগা রাজপুতের মেয়ে—কাঁদতে কাঁদতে এ জগত থেকে ছুটে বেরিয়ে চলে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

ম-বি। এ কি! এ কি! বেগম সাহেব কি পাগল হোলেন না কি? চল—চল—দেখি।

[মতিবিবি ও পেশমানের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সিংহাসনে জাহাঙ্গীরশা উপবিষ্ট;

সম্মুখে ওমরাওগণ ও বিলাস গায়ক উপবিষ্ট

(বাবাজানের প্রবেশ)

জাহা। বাবাজান! সংবাদ কি! নুরমহল সিংহাসনে বোস্‌তে সম্মত আছে? সুসংবাদ শীঘ্র বল।

বাবা। জঁাহাপনা বাহাদুর! সংবাদের কোন্‌ দিক্‌টা বোল্‌বো? আগাগোড়া সব বোল্‌বো, না ন্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে শুনিয়ে দোব?

জাহা। প্রবীণ! তোমার রহস্য রাখ। কথা খুলে বল।

বাবা। না হুজুর! রহস্য নয়। এর ভেতর একটু মাছকোফের আছে। সেটুকু তো আমার ঠিক কোরে নিতে হবে। এর পর কাণ কোথা গেল বোলে কাকের পেছনে দৌড়িতে না হয়!

জাহা। বাক্যবীর! কথাটা কি, খুলেই বল না। সূচনায় যে হাড় জর জর।

বাবা। ঐ তো হুজুর, কথাটা আমায় খুল্‌তে দিচ্ছেন 'না! মনে কোচ্চেন, বুড়ো ব্যাটা আবল্‌-তাবল্‌ বোক্‌চে। আমার কার্য্য করা আর কথা কওয়ার সমস্যাটা স্বর্গীয় সম্রাটই ভাল রকম বুঝতেন! কথার ওজনটার দর দিয়ে যান্‌, আর পর পর কথা শুনে যান্‌। তবে না বলি শুনিয়ে।

জাহা। ভাল, তাই হবে! কমজোরি বুঝলে কি তোমায় আমি এ ভার দিতেম! আমি জানি, আমাদের সংসারের এ বাক্যবীর কার্য্যবীরও বটেন। এখন বল তো বৃদ্ধ, কার্য্য কত দূর।

বাবা। কার্য্য তো হোয়েইচে, সে পথ তো খোলসা কোরিচি, তা ছাড়া তিনটি ধাপ তোয়েব হোয়েচে। সেই ধাপ তিনটি দিয়ে উঠে হবে কার্য্যসিদ্ধির পন্থা করিচি।

জাহা। আবার তিনটি ধাপ এলো কিসে! কোন আপত্তি হোয়েচে না কি! কাল শাস্ত্রসম্মত বিবাহ কোরেচি।

বাবা। আপনার নুরমহালের প্রথম প্রতিজ্ঞা—চলিত মুদ্রায় আপনার পার্শ্বে তাঁরও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকবে! হয় স্বীকার করুন, না তাঁকে সিংহাসনে বসাবার আশা ত্যাগ করুন।

জাহা। দেখ বাবাজান্! নুরমহাল যে আমায় বাল্যাবধি ভালবেসে এসেচে শুনেচি, তার প্রতিদানস্বরূপ আমি স্বীকার করলুম। তার পর—

বাবা। তার দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা—সাম্রাজ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত দলিলাদি কাগজ পত্রে আপনার মোহরের নীচে তাঁর মোহর অঙ্কিত থাকবে।

জাহা। দেখ বাবাজান্! আমি যে তাকে বরাবর ভালবেসে এসেচি—আর এখনো বাসি, এর নিদর্শনস্বরূপ আমি তার দ্বিতীয় অনুরোধ রক্ষা কোরলুম। আর বল কি—

বাবা। জাঁহাপনা! তাঁর শেষ প্রতিজ্ঞা—তাঁর নিজের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সমস্ত নিযুক্ত কোরবেন। এ যদি রক্ষা করেন, তাঁকে এখানে দেখতে পাবেন। এ দেওয়ানখাসে তাঁর সঙ্গে কথা হতে পারে! তাঁকে আপনার পাশে রেখে দিবা-রাত্রি আপনার নিধি বোলে ভাবতে পাবেন। নতুবা তিনি তুর্কমানের দুহিতা, পাঠান-বনিতা—তাঁর প্রতিজ্ঞা—সর্ব্ব সমক্ষে স্বামিহন্তার সহিত একত্রে উপবেশন কোরবেন না। জীবন পণ—অন্যায় কোল্লে নারী-রক্তে আপনার প্রাসাদ কলুষিত হবে

জাহা। এবার বাবাজান্! এ বড় কঠিন সমস্যা, কিন্তু কি করি, আমার আমিত্ব যদি বাঁচাতে হয়, তা হোলে তাকে তো চাই-ই চাই। আমার আমিত্ব আগে তার পর রাজত্ব। আমার যখন এক মুহূর্ত্ত এক যুগ বোলে বোধ হোচ্চে, তখন আমি আর কার মুখ চাইব। বাবাজান! সে তেজস্বিনী রমণী-কুলরাণীকে বোলো, অন্ধ প্রণয়ের মন্ত্রে, অন্ধ প্রণয়ের পরামর্শে আমি তার এই শেষ প্রতিজ্ঞাও পালন কল্লুম। এখন সে এসে আমার বামে বসুক। আমি স্বর্গ কামনা করি না।

(বাবাজানের প্রস্থান ও যবনিকার অভ্যন্তর হইতে বালক-
ভৃত্যদ্বয়ের সহিত মহারাজ্ঞী-বেশে
মেহেরউন্নিসার প্রবেশ)

জাহা। রাজ্যেশ্বরী আমার! এস, সিংহাসনে এসে বোস।

মেহে। রাজ্যেশ্বর! আমায় কাছে বোস্‌তে আদেশ করুন।

জাহা। আমার নয়নের আনন্দ, দেহের জীবন! জীবনের সর্ব্বস্ব নুরমহল তুমি! তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। কিসে তোমার অরি দমন হয়, বল! রমণী-সংগ্রামে রমণী-সেনাপতিরই পরামর্শ নেওয়া উচিত। যে রকমে সন্তুষ্ট হও, তাই কর! অবরোধ-রাজত্ব হোতে যত কণ্টক পাবে, সব তুলে ফেল। সেথা নুরমহল নামে তুমি মহলে মহল্ উজ্জ্বল কোরে দাও, হেথা নুরজাহান নামে আমার পাশে বোসে জগৎ-সাম্রাজ্য আলোকিত কর।

(বাবাজানের গীত)

বিয়ের ব্যাপার সব দেশে।
সব জাতে সব সমান সমান, এক প্রাণে আর প্রাণ মেশে॥
কানায় খোঁড়ায় গন্না খাঁদায়, হাঁদায় গোঁদায় হারামজাদায়,
বিয়ের হাটে হাট কোরে যায়, সবাই কোনের বরবেশে।
কেউ কেনে সুখ কেউ বা অসুখ, কেউ কাঁদে কেউ যায় হেসে॥

(পাগলিনীবেশে যোধাবাইয়ের প্রবেশ)

যোধা। (স্বগতঃ) গেল গেল—জ্বোলে গেল! জ্বলন্ত কালকূটে প্রাণ জ্বোলে গেল! আমার সব নিলে—আমার সব নিলে, কোথা থেকে ধূমকেতুর মতন উদয় হোলো? আমার আশা-ভরসা, প্রাণ, প্রণয় সমস্ত পুড়িয়ে ভস্মরাশি কোরে ফেল্‌লে। মনে হয় সেই দিন—যে দিন আর্য্যরক্ত ভুলে আর্য্যজাতির মস্তকে বজ্রপাত করে—রাজপুত রাজাগণের হৃদয়ে জ্বলন্ত লৌহ-শালাকা বিদ্ধ করে, সেই যোধপুরের পবিত্র রাজোদ্যানের ফুল—ঐ ম্লেচ্ছাচারী পশু প্রকৃতি মুসলমানের ঘৃণ্য উদ্যানে এনে ফোটালে!—কাপুরুষ ভ্রাতা মানসিংহ আক্‌বরের কৌশলে এনে ফোটালে,—সেই ভয়ঙ্কর দিন মনে হয়। আর্য্যরমণী সিংহ-প্রসবিনী রাজপুত-ললনার সেই দারুণ দুর্দ্দশার দিন মনে হয়। মনে হয়, কি মহাপাতকী ছিলেম—কি মহাপাতকীর পরামর্শে ভুলেছিলেম—কি পৈশাচিক মূর্ত্তিকে এসে আলিঙ্গন করেছিলেম!—কি গভীর নরকের অগ্নিময় হ্রদে এসে পড়েছিলেম! সব ভুলে যেতে ইচ্ছা হয়! মনে হয়, জন্ম ভুলে যাই!

মনে হয়, এ জাগ্রত স্বপন ভেঙ্গে যাক্! এ যন্ত্রণার রঙ্গভূমে দগ্ধ-জীবনে যবনিকা পোড়ে যাক্! বিষ! বিষ! বিষপান কোরেছি। তাচ্ছিল্য-বিষের জ্বলন্ত জ্বালার ভয়ে বিষপানে এ বিষাক্ত জগৎ পরিত্যাগ করে যাচ্ছি। নরপ্রেত! এ বিষের বোঝা ধোরে নে। সতী-অভিশাপে স্তরে স্তরে দগ্ধ হ! উঃ! মা গো!

(পতন ও মৃত্যু)

চতুর্থ অঙ্ক

—ঃ*ঃ—

প্রথম দৃশ্য

সপ্তগ্রাম,—নবকুমারের বাটীর সম্মুখ
(দ্বারপার্শ্বস্থ রোয়াকে নবকুমার ও
অপর পার্শ্বে সদ্য-আগত চাটুয্যে মহাশয় উপবিষ্ট)

চাটু। সোমঝে যেও ভায়া। দরদস্তুর আগে কোইরে নিয়ে তবে এ কামে হাত দিমু! আগে ঝগরা ঝাটি ভাল। কাম কোইরে কোম্নে যে তার পর লাঠালাঠি, সে আমি বর আচ্ছা বুঝি না। অ্যাহন কিসের কি দর দিবা, কওতো বাইডি। প্রায় পাঁচ বছরের পর আসছি; এডা হিসাব কোরে একটু বিবেচনা মত কোরো। বিক্রমপুরের বর তরফের কুলীন, নবাব সরকারে আমাগোর পাঁচ টাহা মাসোহারা বরাদ্দ আছে।

নব। চাটুয্যে মহাশয়! আপনি বিজ্ঞ, বিবেচক, কুলীনের চূড়ামণি; আপনার মর্য্যাদা যে দিয়ে উঠতে পারি, এমন সাধ্য কি? যাতে রয় সয়, এমন কোরে নিন।

চাটু। সাইধ্য নাই কি হিসাবে কও! আমাগোর শ্বশুর মশায় তো তোমায় দিব্যি গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে গেছেন। অ্যাহন সাইধ্য নাই কইলে আমি শুনবো ক্যান্। হঃ, লক্ষীছাড়া গরীবের ঘর হইতো ঘটী-বাটি

বাধা দিতে হইতো, তা হইলেও নয় বুঝা যাইতো! আর তাই বা এমন বুঝাবুঝি কি? এই আমাগোর নোদেন পারার শ্বশুর বারি, সে ব্যাটাগোর না আছে চাল, না আছে চুলো; তাদেরি কাছে যহন তিন কুরি টাহা আদায় কোরে আন্‌চি, তখন তোমাগোর যে কি দিতে হবেক - আচ্ কোইরে নাও; কুলীন জামাই—কুলীন বুনুই একি ওমনি সহজে ঘটে—না সহজে ট্যাকে; য্যামনে হোক্ টাহাটা চাই-ই চাই। এ যে আমাদের ব্যবসা দাদা! আমাগোর তো ঘর-সংসার আছে! এই কুরি দুই আরাই বিয়া কোরচি, ইথেই আমাগোর সংসারটি চলা চাই। তা সওয়া আমাগোব গুলিটী আছে, মাগুরে নিই তো ঘর করিনে। সপরিবাবে এটা রাঁড় আছেন, তা ছারা লোক-লোকাতা আছে; ফোজদোরের খাজনা আছে, সবই আছে! এই হক্ক্যালি ভার তো আমাগোর কাধে সব চালানো চাই।

নব। আপনার তা হ'লে আঁচটা কত?

চাটু। দর-দাম কোরমু, না ঠিক্-ঠাক কোয়ে দিমু?

নব। এর আর দর-দাম কি! আঁচটা কি শুন্‌তে পেলে বুঝতে পাত্তম।

চাটু। ইয়ের আর আচা-আচি কি বাই! আমাগোর কাচা কাম কিছু নাই, এই হিসাব গাঁথা ঠিক আছে। আমি বইলে যাই, তুমি শুইনে থাহো। বারি-প্রবেশ করণের বারো টাহা, পা-ধোওনের পাচ টাহা, ভিতর-বারি যাওনের পাচ টাহা, স্ত্রীয়ার চাঁদমুখ দর্শনের দশ টাহা! আলাপচারি করণের পাচ টাহা! পিরিতে বসনের পাচ টাহা, জল-খাবার খাওনের পাচ টাহা, শাশুড়ী পরণামের পাচ টাহা; অন্ন

ভোক্ষর্ণের দশ টাহা, তাম্বূল-চর্ব্বণের পাচ টাহা, তাম্রকুট স্থাবনেব পাচ টাহা, শযনঘরে যাওনেব পাচ টাহা, আর পথ-খরচের তেবো টাহা তো আছেই। সর্ব্বসামেত অ্যাক শত টাহা। অ্যাক ক্যোবি ব্যাস কম না। অগ্রিম বা হাতে লইমু—পাইলে বাইক্যলাপ কবমু।

নব। চাটুয্যে মহাশয! অত টাকা তো দিতে পাববো না, ওব অর্দ্ধেক হোলেও বা দেখা যেতো। এ বিষযে আপনাকে একটু অনুগ্রহ কোরতে হবে।

চাটু। অ্যাকশো টাহা দিবার পাববা না? তবে ভাযা এক কাম কব না ক্যান্—বুনিবে বিযা কোইব্যা থোও; কুলীন বুন্নুযেব মর্য্যাদা দিতি হবা না—এক পযসাও না।

নব। তা আপনি ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন, যা বোলেছেন তাব অর্দ্ধেক আপনাকে নিতেই হবে। আমবা তাব বেশী আব এক পযসাও দিতে পারবো না। কোথায় পাব বলুন? টাকা পঞ্চাশটি দিচ্ছি গুণে নিন, নিযে বাড়ীর ভেতর চলুন।

চাটু। তবে দেখ্‌ছি এ যাত্রা তোমাগোর বাবিতে কিছু পোটচে না। যেমন আওন ত্যামন যাওন। অ্যাহন তবে ম্যালা কোবছি, চোলচি বাইডি।

(প্রস্থানোদ্যোগ)

(নেপথ্যে নবকুমারের মাতা)। অ নবকুমার!

নব। আজ্ঞে!

(নেপথ্যে নব-মাতা)। জামাই যা বোল্‌ছেন তা স্বীকার কোরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে আয়। আমার শ্যামা আগে না টাকা আগে!

নব। আসুন, একশো টাকাই দোব।

চাটু। তাই কও।

[নব ও চাটুয্যের বাটীর মধ্যে প্রবেশ।

(প্রতিবেশীদ্বয়ের ঝগড়া করিতে করিতে প্রবেশ)

১ম-প্র। তবু তুমি নেই কোরবে? ভাল নেই-আঁকড়ার পাল্লায় পোড়েছি। আমি বোল্‌ছি পোড়ো-বাড়ীটেতে কাল থেকে কারা এসে বাস কোর্‌ছে চক্ষে দেখেছি, আর তুমি এখান থেকে না দেখে-শুনে কেবলই নেই কোরবে।

২য়-প্র। আহা-হা, চেঁচাও কেন—শোনই না।

১ম-প্র। আর চেঁচাও কেন—আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম, দরজায় শাস্তি পাহারা দিচ্ছে। ঘরে ঘরে আলো জ্বোল্‌ছে, শাল-দোশালা সাটিন-কিংখাপে বাড়ীখানা যেন মুড়ে ফেলেছে; চাকর-বাকর হরকরা সব হরঘড়ি ফিচ্চে। শুনলুম, কে একটা রাণী না বাদসাজাদি এসেছে। এতগুলো কথা সব বুঝি আমার মিথ্যা হ'ল?

২য়-প্র। আহা-হা, চ্যাচাও কেন—শোনই না।

১ম-প্র। না, চেঁচাবো না—তুমি আমায় মিথ্যাবাদী ব'ল্‌বে, আর আমি চুপ করে থাকবো? আমি যা চক্ষে দেখে এসেছি, তা বুঝি তোমার কথায় নয় হোয়ে যাবে?

২য়-প্র। আহা-হা, চেঁচাও কেন—শোনই না। ও নোরসিং রায়ের ভূতো-বাড়ী। ও বাড়ী কি কেউ কেনে?

১ম-প্র। হ্যাঁ! ভূতো-বাড়ী কেনে না, তাই মনে কোরে তুমি বসে

থাক। কোথাকার অষ্টরম্ভাখেকো বুদ্ধি! অত বড় বাড়ীখানা পোড়ে থাকে, এটা বুদ্ধিতে যোগাল; আর এমন সহরের রাস্তার ধারে অত বড় রাজার মতন বাড়ীখানা কোন্ রাজা-রাজড়ায় এসে যে কিনে নিয়ে বাস কোরতে পারে, এটা বুদ্ধিতে যোগাল না?

২য়-প্র। আহা-হা, চেঁচাও কেন—শোনই না। কিন্‌তে পাবে—তা পারে কিনেছে। বেশ করেছে তা তোমার আর অত হাত-পা নেড়ে সহর গরম করতে করতে যাওয়ার আবশ্যক তো কিছু দেখিনি।

১-ম প্র। বেশ ক'র্‌বো হাত-পা নাড়বো—বেশ ক'র্‌বো সহর গরম ক'র্‌বো। তুমি না শোন নাই শুনলে! ঢের লোক আমার শোনবার আছে। আমি ভোঁদাকে ব'ল্‌বো, খেঁদাকে ব'ল্‌বো, ভূতোকে ব'ল্‌বো, পেঁচোকে ব'ল্‌বো, বোঁচাকে ব'ল্‌বো। এই নবকে চেঁচিয়ে ব'লে যাই—ওহে নবকুমার! নোরসিং রায়ের বাড়ী একটা রাণীতে কিনেছে।

২য়-প্র। আহা-হা, চ্যাচাও কেন—শোনই না।

১ম-প্র। আবার "আহা-হা চেঁচাও কেন?" ফের ঐ কথা! ঐ কথা বোল্‌লে আমি চোটে যাই—আবার ঐ কথা!

২য়-প্র। আহা-হা, চেঁচাও কেন—শোনই না।

১ম-প্র। ফের; যত বড় মুখ—তত বড় কথা!

(মারিতে উদ্যত)

২য়-প্র। কি রে ফড়িং, মারবি না কি—তাই তো; কাণ ধ'রে তোর দাদার কাছে নিয়ে যাই চ'দিকিন।

১ম-প্র। আরে ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। ছিঁড়ে গেল—ছিঁড়ে গেল।

[১ম প্রতিবেশীর কাণ ধরিয়া ২য় প্রতিবাসীর প্রস্থান।

(নবকুমারের পুনঃ প্রবেশ)

নব। বিদ্যাধরী বে কোরে এনেছ—চাটুয্যে মহাশয় ঠিক কথা বোলেছেন! কপালকুণ্ডলা আমার বিদ্যাধরী নয় তো কি? অমন রূপ রাজার ঘরে নেই। সৌন্দর্য্যের অধিকারীকে যদি লোকে ভাগ্যবান বলে, তা হোলে ত আমার আসন আজ রাজচক্রবর্ত্তী অপেক্ষা অনেক উচ্চে। আমার কপালিনী সৌন্দর্য্যের রাণী আর আমি সেই সৌন্দর্য্য বুকে ধোরে রাজা। বিবাহের পর বৎসর ফিরে যায়, আমিও ফিরে গেছি; শুনতে পাই—বুঝতেও পারি। প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতিতে আমার একটা বিশেষ ওলোট-পালট হ'য়ে গেছে। আজ সকল সংসার আমার চক্ষে সুন্দর। জানি, প্রণয় এই বটে—অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যময় করে। অন্ধকারকে আলোকময় করে!

(গান করিতে করিতে পেশ্‌মানের প্রবেশ)

বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায়,
বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যায়।
বিষাদিনী বিরহিণী, এলায়ে রেখেছে বেণী,
নয়ন-সলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও পায়
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায়—
বি—দে—শি—নী—ভালবাসা চায়॥

পেশ। মহাশয়! আপনাদের এদেশীরা বিদেশীকে স্বদেশীব চক্ষে দেখে থাকেন কি?

নব। কেন বলুন দেখি?

পেশ। না, তাই ব'লছি! পথ-ঘাট জানি না; অলিগলি চিনি না; কোথা যেতে কোথা যাব, কাকে চাইতে কাকে পাব; এখানকাব এক জন জানাশোনা লোকের জানিত হ'তে না পারলে, তাকে ধোরে না চল্‌লে হয তো ঘণ্টায ঘণ্টায হারিযে যাব। সস্তবমব কেঁদে কেঁদে বেড়াব। মহাশয! আমি দূতী মাত্র, আমি কষ্ট পাব আপনি কি আব দাঁড়িয়ে হাসতে পারেন?

নব। আপনি কি বোল্‌ছেন?

পেশ। বোল্‌ছি কই, জিজ্ঞাসা কচ্ছি! একটা কথা বোল্‌তে পারেন—বোল্‌লে শুধু আমায় বাধ্য করা হবে না—আমার স্বামিনীকে পর্য্যন্ত বাধ্য করা হবে।

নব! কি কথা বলুন, আপনি স্ত্রীলোক বিদেশিনী বোল্‌ছেন, অবশ্য উত্তব পাবেন।

পেশ। আপনি বোল্‌তে পারেন, এই সপ্তগ্রামে নবকুমাব শর্ম্মা কোথা থাকেন?

নব। এই নবকুমার শর্ম্মার বাড়ী। আমার নাম নবকুমার শর্ম্মা। কেন আমায় কি প্রয়োজন?

পেশ। আপনি বটে! আপনি! ঠিক আপনিই তো বটে! আমি যে আপনার কাছে এসেছি। আমার স্বামিনী আগ্রা থেকে আপনার কাছে এসেছেন, মনে পড়ে—সেই উড়িষ্যা থেকে আসবার পথে—

নব। আমার স্মরণ আছে, তাঁর নাম মতিবিবি, তিনি আগ্রার কোন সম্ভ্রান্ত লোকের দুহিতা শুনেছিলাম ; আমার কাছে তিনি এসেছেন—একি কথা !

পেশ্। কেন এসেছেন, সে কথার উত্তর তিনি দেবেন। এই সপ্তগ্রামে বড় রাস্তার ধারে তিনি বাড়ী কিনেছেন, এখানে বাস করবেন। এখানে এক আপনারি সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। আপনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে পারেন না কি ?

নব। তিনি আমার পরিচিতা ; তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরতে আমার কোন বাধা নেই। কবে যেতে হবে ?

পেশ্। বাধা নেই তো—কবে কেন—এখনি তো যেতে পাবেন।

নব। এখুনি—এখান থেকে কত দূর হবে ?

পেশ্। বেশী দূর কি, ও আপনাদের ফৌজদার সাহেবের কুঠীর বাঁ দিকে নোরসিং রায়ের দরুণ অট্টালিকায় তিনি আছেন।

নব। তবে চল—আমি প্রস্তুত আছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সপ্তগ্রাম—মতিবিবির বাটীর এক কক্ষ

(মতিবিবির প্রবেশ)

ম-বি। (স্বগত) আর সয় না, ধৈর্য্যকে আর টেনে রাখ্‌তে পারি না। কাছে এসে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সইচে না। আজ এক বৎসর ধোরে যে নেবানো আগুন জ্বোলে উঠেছে, আজ এক বৎসর ধোরে আশার আশ্বাস-জল দিয়ে সে আগুন নিবিয়ে নিবিয়ে রাখ্‌ছিলুম। আজ যে সে আগুন দ্বিগুণ জ্বোলেছে—আশায় তো তা নির্ব্বাণ হবে না। হয় আশা পূর্ণ হবে—না হয় এই প্রাণের আগুনে ভস্ম হোয়ে যাবে। পাপিনীর চিহ্নমাত্র থাকবে না। জ্ঞান হোয়ে অবধি মোগল রাজত্বের ঘোর ঘূর্ণীতে পড়ে—এক মহা অন্ধকারের মধ্য দিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি—যেন একটা মহাস্বপ্নের রাজত্বে লক্ষ্যহীন হোয়ে বেড়িয়েছি। কি জঘন্য কাযই না করিছি। ইন্দ্রিয়দমনেব কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল না—ইচ্ছাও ছিল না; সদসতে সমান প্রবৃত্তি—যা ভাল লাগতো তাই করিচি, অনেক কলঙ্ক কিনিচি, সে কালিমাময় কলঙ্কের শেল বুকে ফুটে আছে। প্রতিপদে বেজেছে—ওহো, প্রতিপদে বেজেছে! এ দুর্দ্দম মনোবৃত্তিতে আমার সর্ব্বনাশ করেছিল! সে স্বপ্নের রাজত্বে—সে অন্ধকারময় জীবনে আমি যেন একটা প্রেতিনীর ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেম—খল্ খল্ হেসেছি—লোলজিহ্বায় লক্ লক্ রুধির পান কোরেচি—মদিরায় মত্ত হ'য়ে অট্টহাসির রোল তুলেছি—লম্পটের অস্থি-চর্ম্ম বিকট দন্তে চর্ব্বণ কোরে ছেড়েচি। কিন্তু যথার্থ প্রণয়ের কি মোহিনীশক্তি—পবিত্র প্রণয়ের কি

কমনীয় আলোক? একদিন একবার মাত্র সেই উড়িষ্যার পথে দর্শন—চুম্বকে-লৌহের অমনি মিলন। পূর্ব্বস্বামীকে একবার দেখ্‌বামাত্রেই সে ক্রূর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল! অন্ধকাররাশি ভেদ কোরে আলোক-রাজ্যে এসে পোড়লেম। দেখলেম, সম্মুখে আমার দেবতা—দেবতার প্রতি চেয়ে কাতর কণ্ঠে বোল্‌লেম, প্রভু! এ নরক হোতে আমায় তুলে নাও। তুমি তুলে না নিলে তো বাঁচবো না। কি জানি, তুলে নেবেন কি?

(পেশ্‌মানের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

নাগরি লো নাগর ধরা দিয়েছে,
সোহাগ-ভরে সুখ-সাগরে হেসে ভেসে এসেছে।
চেয়েছে চাহনি ভাল, বলেছে আশাবি আলো,
বড় ভালবাসা ভেবে, বুঝি ভাল বেসেছে।

(নবকুমারের প্রবেশ)

ম-বি। এসেছেন, বড় সৌভাগ্য; দাসীর কুটীরে পদার্পণ করেছেন। হ্যাঁ মশায়! অধীনীকে স্মরণ হয় কি?

নব। হ্যাঁ, মনে আছে—আপনি দেখ্‌ছি আমাদের দেথায় নতুন এসেছেন। আমাকে কি কিছু আবশ্যক আছে; আমায় ডেকেচেন কেন?

ম-বি। আবশ্যক আছে। প্রভু! আপনার আবশ্যকেই তো আমার আগ্রা ত্যাগ কোরে আসা!

নব। আমার আবশ্যকে? সে কি কথা! আমি দরিদ্র বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, আপনি রাজরাজেশ্বরী আগ্রার ওমরাহ-গৃহিণী!

ম-বি। আর চেপে থাক্‌তে পাবি না ; আর সহিতে পাবি না, সব বলে ফেলি ; তোমায না বোল্‌লে কার কাছে বোল্‌বো—(নবকুমারের হস্ত ধারণ করিযা) প্রভু ! প্রাণেশ্বব ! একথা নিশ্চয জানবেন যে, আমি কখনো কারো গৃহিণী হয নি ? আপনাব গৃহিণী আপনারি হোতে চাই।

নব। (হাত ছাড়াইযা) আমাব গৃহিণী ! আমার গৃহিণী গৃহে আছে, আমার গৃহলক্ষ্মী আমাব গৃহ আলো করে আছে, আমার গৃহিণী যবনী নয়, পবিত্র হিন্দুকুল মহিলা আমার গৃহিণী।

ম বি। হোতে পারে আপনার গৃহিণী পবিত্র হিন্দুকুল-মহিলা, কিন্তু আমি তো তাঁকে দেখেছি। সেই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুতে—সেই বালিকা আমার মতন এমন অগাধ প্রেম দান কোত্তে পারবে কি ?

নব। আমি তো তোমার অগাধ প্রেম যাচিঞা কোত্তে আসিনি, কপাল-কুণ্ডলার প্রেমে আমি প্রেমিক, আমার প্রেমে সে প্রেমিকা। আমি তোমার কাছে সে ভালবাসা ভুলতে আসিনি।

ম-বি। নিষ্ঠুর ! তবে কি তুমি আমায় ভালবাস্‌তে দেবে না। তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ কোরে এসেছি ! তা জান ? এক বৎসরের প্রতি পলে পলে—প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তোমার প্রেম আমার প্রতি শিরায শিরায়—শোণিতে মিশে চলাচল হোয়েচে ? শয়নে, স্বপনে কেবল তোমায় দেখেছি ! তোমারি ধ্যানে এক বৎসর আমার কেটে গেছে ! আজ রাজ্য—রাজধানী—রাজরাজেশ্বরদের—সকল বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার চরণে এসে আশ্রয় নিযেচি। সে আশ্রয় দেবে না ! এতো ভালবাসার প্রতিদান পাব না ! পুরুষ, পৌরুষত্ব প্রকাশ

কোরে অবলা আমি—অভিমানিনী আমি—আমার এ মান রক্ষা কর।

নব। আমার অসাধ্য—আমি যা পারি না, তাতে সাহস করি না। আমি এখন চল্লেম, তুমি আর আমাকে ডেকো না।

ম-বি। যেও না, আর একটু থাক। আমার যা বক্তব্য, তা এখনো সমাপ্ত করিনি। আমার প্রাণে যে কি আগুন জ্বল্‌ছে, তা এখন বুক চিরে দেখাই নি! নিষ্ঠুর! আর একটু থাক, একবার বুক চিরে তোমায় দেখাই। পাষাণ! আর একটু থাক—আর এক মুহূর্ত্তমাত্র থাক।

(রোদন)

নব। কি বোল্‌বে বল! আর অধিকক্ষণ আমি থাক্‌তে পারি না।

ম-বি। তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছুই কি প্রার্থনীয় নাই। ধন—সম্পদ্—মান—প্রণয়—রঙ্গ—রহস্য? পৃথিবীতে যাকে সুখ বলে, আমি তা তোমায় সকলি দোব। কিছুই তার প্রতিদান চাই না! কেবল তোমার দাসী হোতে চাই! তোমার যে পত্নী হব, এ গৌরবও চাই না। কেবল দাসী—কেবল ঐ চরণের দাসী হোতে চাই।

নব। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকবো, তোমার দত্ত ধন-সম্পদ্ লয়ে যবনী-জার হোতে পারুব না।

ম-বি। ভাল, তাও যাক্! বিধাতার যদি তাই ইচ্ছা হয়, তবে না হয় চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডোবাব। আমি আর কিছু চাই না; এক একবার কেবল তুমি এই পথে যেও। দাসী ভেবে এক একবার দেখা দিও। কেবল চক্ষু পরিতৃপ্ত কোর্‌ব!

নব। তুমি যবনী—পরস্ত্রী ; তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ! তোমার সহিত আব আমার সাক্ষাৎ হবে না।

ম-বি। তবে যাও।

(বস্ত্রত্যাগ করণ ও নবকুমারের কিঞ্চিৎ গমন)

ম-বি। (নবকুমারের পদতলে পড়িয়া) নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ কোরে এসেছি, তুমি আমায় ত্যাগ কোরো না! অনেক কলঙ্ক সোয়েছি! প্রত্যাখ্যানেব কলঙ্ক আব আমার মাথায় চাপিযে দিও না।

নব। তুমি আবার আগ্রায় ফিবে যাও! আমার আশা ত্যাগ কর!

ম বি। (দাঁড়াইয়া) এ জন্মে নয়, এ জন্মে তোমার আশা ছাড়বো না। এ জন্মে নয়, তুমি আমারি হবে। তোমাকে আমাব কোরে নোব, তোমার জন্য উন্মাদিনী হব। তোমার জন্য সর্ব্বনাশিনী মূর্ত্তিতে তোমার শিওরে শিওরে ঘুবে বেড়াবো। যত দিন তোমায় না পাব, তত দিন তোমায় এক মুহূর্ত্তের জন্য শান্তিতে থাক্‌তে দেব না। কুপিত ফণিনীর মত পথে পথে বেড়াব। ভয়ঙ্করী বেশে তোমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দোব। আমার জন্য আমি সব কোর্‌বো! আমার প্রাণের জন্য আমি আগুনে যেতে হয় যাব। জলে ডুব্‌তে হয় ডুববো! তবু তোমায় ছাড়বো না, তোমার আশা ছাড়বো না। তোমার হৃদয়ের ভিতর গিয়ে বোস্‌বই বোস্‌ব।

নব। এ কি! কে এ রমণী? কম্পিত নাসারন্ধ্র, ললাটদেশে ধমনী স্ফীত, রমণীয় রেখা, জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু সমুদ্র-বারিবৎ ঝলসিত। দলিতফণা

ফণিনীর ন্যায় ফণা তুলিয়া দণ্ডায়মানা। কে এ রমণী ? এ উন্মাদিনী যবনী কে ?

ম-বি। আমি কে ? আমি পদ্মাবতী—সেই তোমার বালিকা পত্নী পদ্মাবতী।

[মতিবিবি ও পেশমানের প্রস্থান।

নব। (স্বগতঃ) পদ্মাবতী ! পদ্মাবতী ! না—না, ও পদ্মাবতীর প্রেতমূর্ত্তি ! কি ভীষণ !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সপ্তগ্রাম—শ্যামাসুন্দরীর কক্ষ

(কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরী)

কপাল। হ্যাঁ ঠাকুরঝি ! ঠাকুরজামাই আর কতদিন এখানে থাক্‌বেন ?

শ্যামা। আর বোন্, কদ্দিন থাক্‌বেন ! কাল বিকালে চোলে যাবেন ! আহা, আজ রাত্রিতে যদি ওষুধটি তুলে রাখ্‌তে পারি—তা হোলেও তাঁকে বশ কোরে মনিষ্যিজন্ম সার্থক কত্তে পার্‌তুম।

কপাল। তা আজ আবার চল না কেন ? দুজনে গিয়ে তুলে আনি।

শ্যামা। তা'হোলে কি আর মাথা থাক্‌বে বোন্ ! কাল রাত্রে বেরিয়েছিলুম ব'লে নাথি-ঝাঁটা খেলুম ! আর আজ বেরুব কি কোরে বল ?

কপাল। আচ্ছা, দিনে তুল্‌লে কেন হয় না?

শ্যামা। দিনে তুল্‌লে ফ'ল্‌বে কেন? কোনে ঠান্‌দিদি বোলে দেচে, ঠিক দুপুর রাত্তিরে এলো-চুলে তুল্‌তে হয়। তা বোন, তা আর হোল কই? মনের সাধ মনেই রইলো।

কপাল। আচ্ছা, আমি তো আজ দিনের বেলায় সে গাছ চিনে এসেছি। আর যে বনে হয়, তাও দেখে এসেছি। তা তোমাকে আজ আর যেতে হবে না। আমি একা গিয়ে ওষুধ তুলে আন্‌বো।

শ্যামা। এক দিন যা হোয়েচে তা হেয়েচে। না বউ! রাত্তিরে তুমি আর ঘরের বার হোয়ো না। দাদা মনে মনে যেন ব্যাজার হন্‌ বোলে বোধ হয়।

কপাল। সে জন্য তুমি কেন চিন্তা কর? শুনেচো ত রাত্তিরে বেড়ান আমার ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস্‌। আর তিনিও কোন্‌ না জানেন্‌। মনে ভেবে দ্যাখ, যদি আমার সে অভ্যাস না থাকতো, তা হোলে তোমার সঙ্গে আমার কখনো চাক্ষুষ হোত না।

শ্যামা। সে ভয়ে বলিনি। কিন্তু একা রাত্তিরে বনে বনে বেড়ান কি গেরস্থর বৌঝির ভাল দেখায় না ভাল শোনায়? কাল দুজনে গিয়েও যখন এত তিরস্কার খেলুম, তখন তুমি একলা গেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে?

কপাল। রক্ষা নেই থাক্‌লো, তাতেই বা ক্ষতি কি। ঠাকুরঝি, তুমিও কি মনে করেছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বার হোলেই কুচরিত্রা হব।

শ্যামা। আমি তা মনে করিনি। কিন্তু মন্দ লোকে মন্দ বোল্‌বে।

কপাল। বলুক, আমি তাতে মন্দ হবো না।

শ্যামা। তা তো হবে না—কিন্তু তোমাকে কেউ কিছু বোল্লে আমাদের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

কপাল। এমন অন্যায় ক্লেশ হোতে দিতে দিও না!

শ্যামা। ভাল, তাও আমি পারবো: কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী কোরবে?

কপাল। এতে তিনি অসুখী হন আমি কি কোরবো? যদি জানতেম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তা হোলে কিছুতেই বিবাহ কোত্তেম না।

শ্যামা। যা জানিস্ বউ তাই কর! তোকে কিছু বোল্‌তেও ভয় হয়—তোর কাছে কিছু শুন্‌তেও ভয় হয়।

[শ্যামার প্রস্থান।

কপাল। (স্বগতঃ উঠিয়া) যাব না! কেন যাব না? বকলে বড় কান্না পায়। তা পরের উপকার কোর্‌তে কাঁদতে হয়—কাঁদবো কিন্তু যাব; যাব কি—যাই। ঢের রাত্তির হোয়েচে।

(কপালকুণ্ডলার প্রস্থানোদ্যোগ,
নবকুমারের প্রবেশ ও কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ)

কপাল। কি?

নব। এত রাত্রে কোথা যাচ্চ?

কপাল। ঠাকুরঝি সোয়ামী বশ ক'রবার জন্য ওষুধ চায়, আমি সেই ওষুধের সন্ধানে যাচ্ছি।

নব। ভাল, কাল তো একবার গিয়েছিলে? আজ আবার কেন?

কপাল। কাল খুঁজে পাইনি, আজ আবার খুঁজবো, তাই।

নব। ভাল, দিনে খুঁজলে তো হয়।

কপাল। দিনেব বেলায ওষুধ তুল্‌লে ফলে না।

নব। আচ্ছা, তোমারই বা সে ওষুধেব দবকার কি? আমাকে সে গাছের নাম বলে দাও, আমি ওষুধ তুলে এনে দেবো।

কপাল। আমি গাছ দেখ্‌লে চিন্‌তে পাবি। কিন্তু সে গাছেব নাম জানি না। আব তুমি তুল্‌লে ফল্‌বে না। স্ত্রীলোকের এলো চুলে তুল্‌তে হয। তুমি পবের উপকাবে বিঘ্ন কোবো না।

নব। ভাল—চল, আমিও তোমাব সঙ্গে যাব।

কপাল। সঙ্গে যাবে? কেন? না না, সঙ্গে এস। আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখবে এস।

নব। তবে তুমি এক্‌লা যাও।

[এক দিকে নবকুমাবেব, অন্য দিকে কপালকুণ্ডলাব প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সপ্তগ্রাম—মতিবিবির সজ্জাগৃহের সম্মুখ

(পেশ্‌মানেব প্রবেশ)

পেশ। ওগো মানিনী ঠাকরুণ! মানে ক্ষমা দাও, গোসা করে যে দু'রাত দু'দিন কেটে গেছে, এখনো কি মানের আগুনে জল পড়েনি? এমন

তরো মান তো আগরায় অনেকবার দেখেছি ! এ কি মান ঠাক্‌রুণ ? বড় বড় ওমরাওদের টাকার কাঁড়ি পাবার জন্য কখন যে মান দেখিনি, আজ একটা তুচ্ছ ভিখারী বামুনের জন্যে তার বেশী কোরে তুলেছ। তাই কি ছাই টাকার জন্যে ? যে ভালবাসাকে তুমি দু'পায়ে থেঁতলেচো, আজ এক জনের অনিচ্ছাতেও, এক জনের প্রাণ থেকে সেই ভালবাসাকে কেড়ে নেবার জন্যে মান করে বোসে আছ ! ওগো, গলায় কাপড় দিয়ে যোড় হাত কোরে বলি, দরজা খুলে বেরিয়ে এসে বল, এ তোমার কি মান ? এ মানের নাম কি ?

(গৃহের দরজা খুলিয়া ব্রাহ্মণ-বালকবেশে মতিবিবির প্রবেশ)

ম-বি। পেশ্‌মান, এ মানের নাম জানিস্ না ! এর নাম দুর্জ্জয় মান ! নারীকুলরাণী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে পাবার আশায় এ মান কোরেছিলেন ! আর আজ আমি, আমার ইষ্টদেবতা—পরকালের গতি নবকুমার হেন পতিলাভের জন্য এ মান ক'র্‌তে পারি না ? মান কি পেশমান্ ! প্রাণ পণ ! নবকুমারের এক বিন্দু ভালবাসার জন্য আমি সকলি কোর্‌তে পারি—সকলি কোর্‌বো। যা স্ত্রীলোকের সম্ভবে না, তাও কোর্‌তে প্রস্তুত হোয়েচি।

পেশ। তাই তো ! আমি যে অবাক হোয়েছি। দুদিনের পর তো ঘর থেকে বেরুলে ; তাও তো দেখছি বহুরূপী সেজে ! পাগল তো হোয়েছ দেখ্‌ছি ! এইবার বুঝি ধরা পড়বার যোগাড়ে আছ ?

ম-বি। ধরা পড়ি আর না পড়ি, ধোরে আন্‌বোই আন্‌বো।

পশ। কাকে ধোর্‌বে ?

(পেশমানের গীত)

(সে যে) ধরা দিতে ধরা দেয না।
দেখা দিতে দেখা দেয না॥
শুধু আশায ভাসায ফিরে চায না।
পিযাসা পীরিতে সুধা পায না—
তাই পিযাসী পীরিতে সুধা পায না॥

ম-বি। তা হোক পেশ্‌মান। আমি সে পাষাণ প্রাণ থেকে প্রেমের উৎস ঝরাব। রূপের পশরা খুলে প্রেমের নও-রোজায অনেক ক্রেতা নিযে ভালবাসার অনেক মহাজনী কোরেচি, অনেক বেচেচি, অনেক কিনেচি; ভালবাসার ব্যবসা কোরেচি, নিজে ত কখন ভালবাসিনি; অনেক প্রেমিকের অনেক দীর্ঘনিশ্বাস সোযেচি, অনেক অভিশাপ এই এই বুকে লেগে আছে। আজ তাই ভালবেসে অনেক যন্ত্রণা পাচ্ছি। অনেক কাঁদ্‌চি আর কতদিন কাঁদ্‌বো।

পেশ। ঠাক্‌রুণ! প্রেমের দাযে কাঁদ্‌চ তো, প্রেম কোত্তেও তো ছাড়্‌চো না? তুমি নাছোড়বান্দা হোলে আমাকে এই বাঙ্গলাদেশে তোমার নবকুমারের একটা ইয়ারবক্সী ধোরে প্রেম কোরতে হয়। তা হোলে তুমিও কাঁদ্‌বে আমিও কাঁদ্‌বো। আর মনে মনে ভাব্‌তে পারবো যে, আগ্রায প্রেম হোল না—বাঙ্গলায এসে খুব প্রেমের আটা-কাটিতে পোড়েচি।

ম-বি। পেশ্‌মান! রহস্য কি করিস্‌! আর রহস্যে পিযাসা মিটে না। সহজে হোল না—কৌশলে প্রেম ছিনিযে নোব। আর সেইজন্যই এই পুরুষ-বেশ; বল দেখি পেশ্‌মান, এখন আমাকে কি চেনা যায়?

পেশ। কার সাধ্য !

ম-বি। তবে এখন আমি চোল্লেম ; আমার সঙ্গে যেন কোন দাস-দাসী না যায়।

পেশ। সে কি ! রাত্রি আগত, কোথা যাবে ?

ম-বি। কোথা যাব শুনবে ? পেশমান ! শুনবে ? কোথা যাব আর, যেখানে গেলে তারে পাব, সেইখানে যাব।

পেশ। সে কোথা ?

ম-বি। নবকুমারের বাটীর পশ্চাতে যে গভীর বিস্তৃত বন আছে, সেই বনে যাব।

পেশ। যদি দাসীর অপরাধ ক্ষমা হয়, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

ম-বি। কি ?

পেশ। এই রাত্রে বনে যাবার উদ্দেশ্য কি ?

ম-বি। উদ্দেশ্য গুরুতর। আজ দু'দিন ধোরে একলা এক ঘরে বোসে যে উপায় স্থির কোরেচি, তাই কোর্‌বো বোলে যাচ্চি।

পেশ। সে কি ?

ম-বি। আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সঙ্গে স্বামীর চিরবিচ্ছেদ, পরে তিনি আমার হবেন !

পেশ। বিবি ! ভাল কোরে বিবেচনা করুন। একে সে নিবিড় বন, তাতে রাত্রি আগত—তাতে আবার আপনি একাকিনী।

ম-বি। পেশমান ! প্রাণেশ্বরকে পেতে আমি নরকেও যেতে ভয় করি না। আমি যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হোয়েছি তাতে ঈর্ষা, হিংসা, কুটিলতা আমার সহচরী ; ছল বল কৌশল আমার অগ্রদূত। ঘোর

অন্ধকারের আবরণ না পেলে তো আমার এ কার্য্য হবে না। আমি অন্ধকারের রাজ্য হোতে পিশাচিনীর ন্যায় কার্য্য কোরে পিশাচবৃত্তিব সহায়ে আলোকেব রাজ্যে গিযে পোড়্‌বো। সেখানে আমার দেবতাকে পাব। আমি মহাপাপিনী, অনেক দিন নরক-ভোগ কচ্চি—যদি স্বর্গে যেতে পাই, তা হোলে আরও দু'দণ্ড নরক-ভোগ হয় হোক। এতো পাপ কোরেচি, পাপের তালিকা না হয় আরও কিছু বেড়ে যাক। তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাপ করেছিলুম—কিছু পাবার জন্য করিনি—কিছু পাইওনি। এখন জেগে জেগে যখন কিছু পাবার জন্য পাপ কোর্‌চি, তখন এ কামনার ব্রতে কিছুই কি পাব না? অবশ্য পাব, প্রাণে স্থিরনিশ্চয় জানি পাব।

[মতিবিবি ও পেশমানের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সপ্তগ্রাম—নবকুমারের বাটীর পশ্চাৎভাগস্থ বিস্তৃত বনমধ্য, দূরে ভগ্নগৃহ, বৃক্ষতলে অগ্নি প্রজ্বলিত—দূরে কাপালিক ও মতিবিবি উপবিষ্ট
(কপালকুণ্ডলার গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত

এরা আমায় বড় ভয় দেখায় (মা)
ওমা মুক্তকেশী সর্ব্বনাশী তোর সর্ব্বনাশে সব মজায়।
(আমায়) হাস্‌তে দেখে রাগ করে মা, কাঁদিয়ে ফেলে যেতে চায়॥

তুই মহামায়া তোর মায়ার মোহের চোকের জল মা কে মোছায় ;
(তোর) পঞ্চভূতের ছয় রিপুতে কঠোর চোখে সদা চায় ।
আমার জীবণ-মরণ শান্তি শরণ তোর মা দুটি রাঙ্গা পায় ॥

কপাল। (স্বগত) আমায় এমন সোণার রাজ্যে আস্‌তে বারণ করে ? এমন গভীর বন, এমন গাঢ় অন্ধকার, এমন সুন্দর খেলবার জায়গা —এ ছেড়ে মা দিবারাত্রি আমায় সে ঘরের ভিতর ফেলে রাখলে আমি থাকবো কেন মা ! (সচকিতে) এ কি ! এখানে আগুনের কুণ্ড যে ! এ কি ! একটা ভাঙ্গা কোটা-ঘর দেখা যাচ্চে না ? (অগ্রসর হইয়া) কে ওরা কি বলে ?

(ঘরের মধ্যে কাপালিক ও মতিবিবির কথোপকথন)

কাপালি। আমার অভিষ্ট—মৃত্যু, খড়্গাঘাতে মৃত্যু। এতে তোমাব অভিমত না হয়, আমি তোমার সাহায্য কোরব না, তুমিও আমার সহায়তা কোরো না।

ম-বি। দেখুন, আমি ওর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নই। ওর মৃত্যুতে আমার কিছু হানি হবে না। আমি চাই যাবজ্জীবনের জন্য এ দেশ থেকে অন্য কোন দূরদেশে চ'লে যাক। আর এই মতেই আমি সম্মত হোতে পারি। হত্যার উদ্যোগ আমা হ'তে হবে না, বরং তার প্রতিকূলাচরণ কোরবো।

কাপালি। তুমি অতি অবোধ—অজ্ঞান, দেখছি ব্রাহ্মণ-তনয় ! আচ্ছা, আমি তোমায় কিছু জ্ঞান দান কোরচি, মনঃসংযোগ কোরে শ্রবণ কর। অতি গূঢ় বৃত্তান্ত বলিব। চতুর্দ্দিকে একবার দেখে এসো যেন মনুষ্যশ্বাস শুনতে পাচ্ছি।

(উন্মুক্ত তরবারিহস্তে ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবির বাহিরে আগমন)

ম-বি। (কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া) তুমি কে? দেখি দেখি, তুমি কে? দেখি, তোমায় চিনি যে! কপালকুণ্ডলা? তুমি রাত্রে এ নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য এসেছ? (ক্ষণ পরে) তুমি আমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনেছ?

কপাল। আমিও তাই জিজ্ঞাসা কোরচি। এ কাননমধ্যে তোমরা দু'জনে একত্রে কি কুপরামর্শ কোরচো?

ম-বি। হ্যাঁ, বলি এস।

(হস্তধারণ ও আকর্ষণ)

কপাল। এ কি পাপ! হাত ছেড়ে দে পিশাচ! আমি যে বিবাহিতা

ম-বি। তা চিন্তা কি—আমি পুরুষ নই।

কপাল। সে কি? এ কি কথা?

ম-বি। তোমায় সত্যি বে'লচি আমি পুরুষ নই, আমি স্ত্রীলোক। আমরা যে কুপরামর্শ কোরছিলেম তা শুনবে? সে তোমারি সম্বন্ধে।

কপাল। বল শুনবো, অবশ্য শুনবো।

ম-বি। শুনবে? তবে যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ এইখানে প্রতীক্ষা কর। (যাইতে যাইতে স্বগত) দিই খবর, আপদ চুকে যাক্। প্রতিহিংসা-লালসায় তার ঘাড়ে প্রেত চেপেছে! সে তাহার রক্ত খাবে তবে ছাড়বে। তাই এসে থাক, খবর দিই। আমার পথ খোলসা হোক।

(মতিবিবির ভগ্নগৃহে প্রবেশ)

কপাল। (স্বগত) এ কি! নানা মানুষের নানা কথা শুনতে হবে না বোলে পরোপকারের ছলা কোরে এই নির্জ্জনে একবার প্রাণ ভোরে

মাকে ডাকতে এলেম। এ কি হোলো, এখানেও যে মানুষ, এখানেও যে মানুষে এসে কি বলে—বেশ পুরুষের, গলায় উপবীত, বোল্‌লে—সে মেয়ে-মানুষ! মুখখানাও মেয়েলী বটে, কিন্তু এমন মেয়েও তো কখন দেখিনি! চক্ষে যেন বিদ্যুতানল জ্বোল্‌চে; হস্তে তলোয়ার লক্ লক্ কোচ্চে। এ কেমন মেয়ে-মানুষ! এ কি মেয়ে-মানুষ! ও বোল্‌লে আমারি সম্বন্ধে কুপরামর্শ হোচ্ছিল। আমি কার কি কোরেচি; তা তো জানি না! মা ভৈরবি, আমি তো জ্ঞানে কখনও কারো পায়ে কাঁটা ফুটতে দিইনি। আমায় কেন মারতে চায়—আমায় কেন নির্ব্বাসন কোরতে চায়? কে জানে, কেন চায়। বিশ্বাসে বরাবর মোরেছি, বিশ্বাস কোরে আবার মোরবো না কি? কাজ নেই আমার বিশ্বাসে। এখন যাদের আপনার বলি, তাদের কাছে চলে যাই। কিন্তু জানি না মা, আর কত দিন কাকে আপনার বলাবি।

[প্রস্থান।

(ভগ্নগৃহ হইতে ব্রাহ্মণ-বালকবেশী মতিবিবির প্রবেশ ; বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জন)

ম-বি। (স্বগত) তাই তো কোথায় গেল? চলে গেল না কি! (প্রকাশ্যে) মহাপুরুষ! সর্ব্বনাশ হোয়েচে; কপালকুণ্ডলা পলায়ন কোরেচে।

(ভগ্নগৃহ হইতে কাপালিক প্রবেশ করিতে করিতে)

কাপালি। পালালো—পালালো কি বল? জয় কালী! কোথায় পালাবে?

এখানে ছিলো তো? ব্রাহ্মণকুমার! নিশ্চয় বলো, এখানে এইমাত্র ছিলো তো? বল, বিলম্ব সয় না, ছিলো তো?

ম-বি। আমি আপনাকে মিথ্যা বলিনি।

কাপালি। আহা-হা, মিথ্যা বলনি জানি। এখন পরিষ্কার কোরে বল না এখানে ছিল কি না? তার নাগাল পেলে আমি তার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্‌বো। তাব রক্ত পান কোরে তবে তৃষ্ণা মেটাব।

ম-বি। আমি বোলছি ছিল, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমার পথ অন্যদিকে; অকস্মাৎ ঘোটে যেতো—যেতো। চেষ্টা কোরে আমি ওর মৃত্যুপথে যাব না।

[প্রস্থান।

কাপালি। যা—যা হতভাগা ব্রাহ্মণ-বংশের কাপুরুষ; তুই আমার অস্ত্র হোতে পারবিনি, তা আমি জানি। তোর দ্বারা আমার কার্য্য সিদ্ধ হবে না, তা আমি অনেকক্ষণ বুঝেচি। (বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎ) উঃ! বিদ্যুতের নলপানি, বজ্রের হাঁকানি, ঝটিকার দাপনি যে ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠ্‌তে লাগলো। কপালিনী এখানে যদি ছিল তো গেল কোথায়? এখনি মুষলধারে জল আস্‌বে, যাবে কোথা—কোথা যাবে? কোথা পালাবে? হাঁক বজ্র—বহ ঝড়—ঘোর অন্ধকারে এই প্রকৃতি-বিপ্লবের মধ্যে বোসে, প্রতিহিংসা-ডাকিনীর মনস্তুষ্টি করি। কোথা যাবে—এখনি ধোরবো।

[বেগে প্রস্থান।

(ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদি)

পঞ্চম অঙ্ক

—০*০—

প্রথম দৃশ্য

সপ্তগ্রাম—কপালকুণ্ডলার কক্ষ

(পত্রহস্তে কপালকুণ্ডলা ও শ্যামা উপস্থিত)

শ্যামা। কি সর্ব্বনাশ, তার পর ?

কপাল। তেমন ভীমকান্তি গুণময় পুরুষ কখন দেখিনি। কাল সমস্ত রাত্রি ওই চিন্তাতেই কাটিযেছি, ভোরের সময় একটু তন্দ্রা এলো, কিন্তু যে স্বপ্ন দেখলেম, তাতে আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌লো !

শ্যামা। এমন কি স্বপ্ন, বউ ?

কপাল। ঠাকুরঝি ! স্বপ্নের কথা মনে কোত্তেও ভয় হোচ্ছে। এ জগতে জন্মে পর্য্যন্ত কখনো ভয় কোরতে শিখিনি ! বিশেষ বিশেষ বিপদে আপদে এ বুক কখনো কাঁপেনি, কিন্তু স্বপ্ন দেখে পর্য্যন্ত আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে ! স্বপ্ন দেখ্‌লেম ;—যে সাগরতীরে বালিকাকাল কাটিয়েছি, যেন সেই সাগর-হৃদয়ে তরণী আরোহণ কোরে যাচ্ছিলেম ; বাতাস উঠ্‌লো—বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠ্‌তে লাগ্‌লো, তরঙ্গ মধ্য থেকে এক জন জটাজূটধারী প্রকাণ্ডকায় পুরুষ এসে আমার নৌকা বামহস্তে তুলে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ কোর্‌তে উদ্যত হোল। এমন সময় সেই ভীম কান্তিশ্রী ব্রাহ্মণ-বেশধারী এসে আমার তরী ধরে

আমায় জিজ্ঞাসা কোল্লে, তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি? অকস্মাৎ আমার মুখ থেকে বেরুল—নিমগ্ন কর! ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছেড়ে দিলে, তখন নৌকাও শব্দময়ী হোয়ে কথা কোয়ে উঠ্‌লো। নৌকা বোল্লে—আমি আর এ ভার বইতে পারিনে, আমি পাতালে প্রবেশ করি! এই বোলে আমায় জলে নিক্ষেপ কোরে নৌকা পাতালে প্রবেশ কোর্‌লে, অমনি আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে দেখি, প্রভাত হোয়েচে। গবাক্ষের কাছে গিয়ে দেখি, ওই যে বন্যলতা দেখ্‌চো ওতে একখানি লিপি বাঁধা রয়েছে; লিপি খুলে পোড়্‌লেম!

শ্যামা। লিপি কোথা থেকে এলো?

কপাল। এই শোন না (পত্র পাঠ)—অদ্য সন্ধ্যার পর, কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা। তোমার নিজ সম্পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুন্‌তে চাহিয়াছিলে, তাহা শুনিবে। ইতি অহং ব্রাহ্মণবেশী।

শ্যামা। কে, বনের ভেতরের সেই ব্রাহ্মণ? আবার সেথায় যেতে হবে? না বউ, তুই সেথায় যাস্‌নি, আর সে বনের ভেতরে যাস্‌নি।

কপাল। (লিপি খোঁপায় রাখিয়া দেওন ও ভ্রমে লিপি পড়িয়া যাওন) কেন যাব না?

শ্যামা। পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ভাল দেখায় না।

কপাল। কেন ভাল দেখায় না! সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দুষ্য না হোলে এমন সাক্ষাতের দোষ নেই; পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী পুরুষের সাক্ষাতে সেইরূপ অধিকার

উচিত বোলে আমার বোধ হোচ্ছে! বিশেষ ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ কি না, তাতেই সন্দেহ হোয়েচে। অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে! আজ রাত্রে আবার বনে যাব!

শ্যামা। তোমার মনে যা আছে, তাই কর। জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গকে কে বাধা দিয়ে রাখ্‌তে পারে।

কপাল। ভাল, বাধা দিও না। এখন চল দুজনে কাপড় কেচে আসি গে!

[কপালকুণ্ডলার ও শ্যামার একদিকে প্রস্থান।

(নবকুমারের প্রবেশ)

নব। এ কি! এ লিপি কার? এ যে দেখ্‌চি কপালকুণ্ডলাকে কে ব্রাহ্মণবেশী লিখচে (পত্রপাঠ) কপালকুণ্ডলে! অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তোমার নিজ সম্পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনিতে চাইয়াছিলে, তাহা শুনিবে। ইতি অহং ব্রাহ্মণবেশী। এ কি কথা? তবে কি ব্রাহ্মণ-বেশী মৃন্ময়ীর উপপতি! কপালিনী, কি কল্লি—কি সর্ব্বনাশ কল্লি! আমার হৃদয়ে অগ্নি জ্বেলে দিলি? কি করবো, কোথা যাব, কোথায় গেলে এ যাতনার হাত হোতে অব্যাহতি পাব? আমি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বোল্‌বো না, যখন সন্ধ্যায় বনের অভিমুখে যাত্রা কোরবে, তখন গোপনে তার অনুসরণ কোরে তার পর সমস্ত প্রত্যক্ষ কোরে এ জীবন বিসর্জ্জন দোব! ওহো, কি হোলো—কি হোলো!

[বেগে নবকুমারের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সপ্তগ্রাম—নবকুমারের বাটীর খিড়কীর দ্বার

(কপালকুণ্ডলা ও শ্যামাসুন্দরীর প্রবেশ)

শ্যা-সু। তোর দুটি পায়ে পড়ি বউ, তুই আজ বনে-টনে কোথাও যাস্‌নি। এই ঘোর অন্ধকার, এ ঘোর অন্ধকারে গিয়ে আর আমাদের মাথা খাস্‌নি! আমি সব সইতে পারি বোন্‌, মায়ের কান্না সইতে পারিনি, আর দাদার মুখ ভার দেখতে পারিনে।

কপাল। ঠাকুরঝি! তোমার দাদার মুখ দেখেই তো এতো দিন এ এ বনের পাখী পোষ মেনে আছে। তিনি যা বলেচেন, তাই বুঝেছি! তিনি যা শিখিয়েছেন, তাই শিখিছি। তাঁকেই আপনার দেবতা ভেবে বরাবর পূজা কোরে এসেছি। কিন্তু ঠাকুরঝি! বড় দুঃখে বলতে হোল—সেই দেবতা আমায় হয় তো ভুল বুঝেছেন। হয় তো আর আমায় বোঝাবেন না; হয় তো আর আমায় কিছু শেখাবেন না; হয় তো আর আমায় জন্মের মত কাঁদাতে দুঃখিত হবেন না। তবে আর ঠাকুরঝি কার মুখ চাব? আমি বনের পাখী বনে থাকলেই ভাল থাকি। সে ভাল থাকতে যদি না পাই, তা হোলে প্রাণপাত কোরবো। আমি সব ভুলতে পারি, সংসার ভুলতে পারি, যাদের আপনার জন বলে, তাদেরও ভুলতে পারি। কিন্তু আমার সেই নীলাম্বুবেষ্টিত—মা ভৈরবীর সেই আনন্দ-কাননখানি ভুলতে পারি না। ঠাকুরঝি! ঘরে ফিরে যাও, কাকে বুঝাতে এসেছ? আমায় মা কোলে টেনেছে! আমি বনে বনে থাকবো, মার বাছা মার কাছে

যাব। আজই হোক, কালই হোক, একদিন যাবই যাব। আমার সংসারের সাধ খুব মিটেছে! [কপালকুণ্ডলার প্রস্থান।

শ্যা-সু। (স্বগত) সর্ব্বনেশে বউ না জানি শেষে কি একটা সর্ব্বনাশ কোরে বোসবে। কথা শুনে গা কেঁপে ওঠে, দাদার সোণার সংসার ওরই জন্য। মা গো! ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। বুঝি বা এ সংসার ছার খার হয়! [শ্যামাসুন্দরীর প্রস্থান।

(পত্রহস্তে নবকুমারের প্রবেশ)

নব। ওই যে বেরিয়ে গেল, চোলে গেল, এলো-কেশেই চোলে গেল!

(দ্বারের ভিতরে কাপালিকের আগমন)

নব। কে তুমি? দূর হও—আমার পথ ছাড়।

কাপালি। কে আমি? নবকুমার! তুমি কি চেন না?

নব। ও, তুমি! তবু ভাল; কপালকুণ্ডলা কি তোমার সহিত সাক্ষাতে যাচ্চে?

কাপালি। আমার সহিত কি বল? আমার সহিত না।

নব। তবে তুমি পথ মুক্ত কর।

কাপালি। পথ মুক্ত কোচ্চি—কিন্তু তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে—আগে শোন, তার পর যাও।

নব। তোমার সঙ্গে আমার আবার কি কথা? কাপালিক্! তুমি কি আমার প্রাণনাশের জন্যে এসেচো? এই নাও প্রাণ গ্রহণ কর, আর আমি কোন আপত্য কোর্ব্বো না। কিন্তু তুমি কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা কর—আমি আস্‌চি।

কাপালি। স্থাথ নবকুমার! আমি তোমার প্রাণবধার্থ আসিনি।

এখন ভবানীর তা ইচ্ছা নয়। আমি যা কোত্তে এসেছি, তা তোমার অনুমোদিত হবে। এখন আমি যা বলি, তা মনোযোগ দিয়ে শোন।

নব। এখন নয়—সময়ান্তরে তা শুন্‌বো। তুমি এখন অপেক্ষা কর, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—এখনি তা সাধন কোরে আস্‌চি।

কপালি। বৎস! আমি সকলি অবগত আছি, তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ কোর্ব্বে? সে যেখানে যাবে—আমি তা অবগত আছি। আমি তোমাকে সেখানে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব, যা দেখতে চাও দেখাব—সমস্ত দেখাব। এখন আমার কথা শোন—কোন ভয় কোরো না।

নব। আর তোমাকে আমার কোন ভয় নাই—কি বোল্‌বে বল।

কাপালি। (ভগ্নবাহুদ্বয় দেখাইয়া) ভৈরবীর কোপে আমার কি দুর্দ্দশা হোয়েচে দেখ্‌চো?

নব। (শিহরিয়া) এ কি! আপনার দুটি বাহুই যে ভগ্ন দেখ্‌চি! কি সর্ব্বনাশ!

কপালি। বৎস! যে দিন তোমরা দুজনে—কানন থেকে পলায়ন কর, সেই দিন আমি বালিয়াড়ির এক শিখরে—তোমাদের দেখ্‌তে পাবার জন্যে উঠি। শিখরের মূলদেশ ক্ষয় থাকাতে সর্ব্বসুদ্ধ ভেঙ্গে পড়ি—তাহাতেই এ দুর্ঘটনা। এখন বাহু দ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্ব্বাহের কোন বিঘ্ন হয় না। কিন্তু এতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি, এর দ্বারা কাষ্ঠ আহরণেও কষ্ট হয়।

নব। তাই তো! তার পর?

কাপালি। আমি পতনমাত্রেই মূর্চ্ছিত হোয়েছিলেম—তার পর বোধ হয় দুরাত্রি একদিন হবে ক্ষণেক সজ্ঞান ক্ষণেক অজ্ঞান হোয়ে রইলেম।

একদিন প্রভাতকালে আমার সংজ্ঞা পুনরাবির্ভূত হোল, তার কিছু পূর্ব্বেই আমি স্বপ্ন দেখেছিলেম, যেন মা ভবানী ত্রিকালজ্ঞা ত্রিলোচনী—উঃ! বোল্‌তে শরীর রোমাঞ্চিত হোচ্চে! যেন ভবানী এসে আমার প্রত্যক্ষীভূত হোয়েচেন! ভ্রূকুটী কোরে আমায় তাড়না কোচ্চেন। বোলচেন, ওরে দুরাচার! তোরই চিত্তাশুদ্ধি হেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জোন্মেছে। তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হোয়ে, এই কুমারী-শোণিতে এতো দিন আমার পূজা করিস্‌নি। অতএব এই কুমারী হোতেই তোর পূর্ব্বকৃত্য ফল বিনষ্ট হোল। আমি তোর নিকট আর কখন পূজা গ্রহণ কোর্ব্বো না। তখন আমি রোদন কোরে জননীর চরণে অবলুণ্ঠিত হোলে, তিনি প্রসন্ন হোয়ে বোল্লেন—ভদ্র! এর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান কোর্ব্বো। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দেবে। যত দিন না পার, আমার পূজা কোরো না। কালে আরোগ্য হোয়ে আমি দেবার আজ্ঞা পালন করবার চেষ্টা আরম্ভ কোল্লেম। দেখলেম্, এই বাহুদ্বয়ে শিশুরও বল নাই। বাহুবল ব্যতীত এ যত্ন সফল হবার নয়, সুতরাং এক জন সহকারীর আবশ্যক হোল। কিন্তু মনুষ্যবর্গ ধর্ম্মে অল্পমতি, কেউই এমন কার্য্যে সহচর হোলো না। আমি বহু সন্ধানে পাপীয়সী কপালিনীর আবাস-স্থান জান্‌তে পেরেছি; কিন্তু বাহুবলের অভাবে এখনো ভবানীর আজ্ঞা পালন কোত্তে পারিনি। কাল রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম কোচ্ছিলেম। লজ্জার কথা কি বোলবো! স্বচক্ষে দেখলেম, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হোলো। আজও সে তার সাক্ষাতে যাচ্চে। দেখতে চাও তো আমার সঙ্গে এসো, দেখাব।

নব। কি বোল্লেন—পাপীয়সী ব্যভিচারিণী? এখনও যে আমি আশার সাগরে একটি ক্ষুদ্র তৃণ অবলম্বন কোরে ভাস্‌ছিলেম! আমাব আশা ভরসা সব চুকে গেল!

কাপালি। বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা। সে পাপিনী। আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাকে বধ কোর্ব্বো। সে তোমার নিকটেও বিশ্বাসঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা। এই অবিশ্বাসিনীকে ধৃত কোবে আমাব সঙ্গে যজ্ঞস্থানে নিয়ে চল। তথায় স্বহস্তে একে বলিদান কব। এতে জগদীশ্বরীর সমীপে যে অপরাধ কোরেছ তাব মার্জ্জনা হবে।

নব। প্রভু! তাকে মার্‌বার চেয়ে আমার নিজেব মরাই ভাল। চোখে দেখবো সে বিশ্বাসঘাতিনী—ক্ষোভে, বোষে, দুঃখে যদি চক্ষে জল না আসে, তা হোলে কি কোর্ব্বো জানি না; কিন্তু এখন আমার মরণেও কোন অসুখ নেই।

কাপালি। তা দেখ্‌বার ইচ্ছা থাকে তো আব বিলম্ব কেন? যা গ্যাখাব বোলেছিলেম, তা স্বচক্ষে দেখ্‌বে চল। ভবানীর আজ্ঞা—ভয় কোরো না, আমার পশ্চাতে এস।

[কাপালিক ও নবকুমারেব প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সপ্তগ্রাম—বনমধ্যস্থ এক পরিসর স্থান

(কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির ব্রাহ্মণবালক-বেশে প্রবেশ)

ম-বি। প্রথমতঃ আমি তোমার নিকট আত্মপরিচয় দিই—আমার কথা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তা বিবেচনা কোরে নিতে পার্ব্বে। যখন তুমি

স্বামীর সঙ্গে হিজলী প্রদেশ থেকে আস্‌ছিলে—তখন পথিমধ্যে রজনী-যোগে এক যবন-কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়—তোমার কি তা মনে পড়ে?

কপাল। সেই যিনি আমাকে অলঙ্কার পরিয়ে দিয়েছিলেন?

ম-বি। হ্যাঁ—আমিই সেই।

কপাল। সে কি?

ম-বি। বিস্মিত হয়ো না, আরো বিস্ময়ের বিষয় আছে। আমি তোমার সপত্নী।

কপাল। সে কি?

ম-বি। হ্যাঁ বোন্। এখন যিনি তোমার স্বামী, বালিকাকালে প্রথমে আমি তাঁকে বরণ করি। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলেম। পাঠান-দের দৌরাত্ম্যে আমাদের সপরিবারে মুসলমান হ'তে হ'য়েছিল। জাতিভ্রংশের পর স্বামী আমায় ত্যাগ কোল্লেন, পিতা প্রথমতঃ আমাদের সঙ্গে কোরে ঢাকায় গেলেন, সেখান থেকে আগ্‌রায় গিয়ে আকবর সাহের ওমরাহ হোয়ে রইলেন। আকবর সাহের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর ভারতের সম্রাট হোলে, আমি স্বামীর আশায় আগরা ত্যাগ কোরে অক্ষত সম্মান—অতুল ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলে সপ্তগ্রামে এসে বাস কোল্লেম। অনেক কষ্টে স্বামীর সাক্ষাৎ পেলেম, কিন্তু তিনি আমার মুখদর্শন কোত্তে চাইলেন না। প্রাণে বড় ব্যথা বাজলো! কৌশলে স্বামিলাভের আশায় কাল প্রদোষে ছদ্মবেশে স্বামীর বাটীতে যাবার জন্য এই বনে এলেম। এখানে সেই হোমকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

কপাল। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদের বাটীতে ছদ্মবেশে আসতে অভিলাষ ক'রেছিলে?

ম-বি। তোমার সঙ্গে স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাবার অভিপ্রায়ে।

কপাল। চিরবিচ্ছেদ? কেন কিসে? তা কি প্রকারে সিদ্ধ কোত্তে?

ম-বি। আপাততঃ তোমায় সতীত্বের প্রতি স্বামীব সংশয় জন্মে দিতেম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, বোন্—সে পথ আমি ত্যাগ ক'রিছি। এখন তুমি যদি আমার পবামর্শ মতে কাজ কর, তা' হোলে তোমা হোতেই আমার কামনা সিদ্ধ হবে, অথচ তোমারও মঙ্গলসাধন হবে।

কপাল হোমকারীর মুখে তুমি কার নাম শুনেছিলে?

ম-বি। তোমারি নাম। তোমার অমঙ্গল সাধনই তাঁব হোমের প্রয়োজন, তা আমি বুঝতে পেরেছিলেম। আমারও সেই প্রয়োজন—এও তাঁকে জানালেম; তখন পবস্পরে সহাযতা কোত্তে বাধ্য হোলেম। বিশেষ পরামর্শের জন্যে তিনি আমাকে ঐ ভগ্নগৃহমধ্যে নিয়ে গিয়ে, তথায় আপন মনোগত ভাব ব্যক্ত কোল্লেন। তোমাব মৃত্যুই তাঁব অভীষ্ট, কিন্তু তাতে আমার কোন ইষ্ট নাই। আমি ইহজন্মে কেবল পাপই কোরেচি, কিন্তু পাপের পথে আমার এতো দূব অধঃপাত হয়নি —যে আমি নিরপরাধে একটি সরলা বালিকার মৃত্যুসাধন করি। সুতরাং আমি তাঁর কথায় সম্মত হোতে পাল্লেম না। এই কথার সময় তুমি সেথা উপস্থিত হ'য়েছিলে, বোধ করি কিছু শুনেও থাক্‌বে।

কপাল। হ্যাঁ—আমি ঐরূপ কথাই শুনেছিলেম। তারপর আমাকে তুমি এইখানে দেখে—এখানে থাক্‌তে বোলে আর ফিরে এলে না কেন?

ম-বি। সে ব্যক্তি আমাকে অবোধ অজ্ঞান মনে ক'রে অনেক কথা বোল্লে। বাহুল্য বৃত্তান্ত শুন্‌তে শুন্‌তে বিলম্ব হোল। তুমি সে ব্যক্তিকে বিশেষ জান। কে সে, অনুভব কোত্তে পাচ্চ?

কপাল। হ্যাঁ—পাচ্চি, আমার পূর্ব্বপালক কাপালিক।

ম-বি। সেই বটে। কাপালিক প্রথমে তোমাকে সমুদ্রতীরে প্রাপ্তি, তথায় প্রতিপালন, নবকুমারের আগমন, তৎসঙ্গে তোমার পলায়ন—এ সমুদয় পরিচয় দিলেন। তোমাদের পলায়নের পর যা যা হ'য়েছিল—তাও বল্লেন। সে সকল বৃত্তান্ত তুমি জান না বোধ হয়।

কপাল। না—তার পর কি হোয়েছিল?

ম-বি। কাপালিক সেই রাত্রে তোমাদের খোঁজবার জন্যে বালিয়াড়ির এক উঁচু চূড়ায় ওঠেন—ওঠবামাত্রেই চূড়া ভেঙ্গে প'ড়ে যান, তাইতে তাঁর দুটি হাত ভেঙ্গে যায়। সেই সময় মূর্চ্ছিত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখেন—বনের অধিষ্ঠাত্রী মা ভবানী এসে ক্রোধের সহিত বলেন—প্রতিপদে পূজার বিঘ্ন হ'চ্চে। যদি কখনো কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিতে পারিস্—তবে তোর পূজা গ্রহণ কোর্ব্বো।

কপাল। ওঃ! মা গো! মা করুণাময়ী! আমার বক্ষঃরক্তে তোমার তৃপ্তি! আমার রক্তপান লালসায় তুমি কি ব্যগ্র হোয়েচ? জানি না, এ অশ্রুজলের জগতে—এ চিরদুঃখের সংসারে এর চেয়ে আর কি সুখের মৃত্যু হ'তে পারে! ভগ্নি! তার পর? তার পর?

ম-বি। কাপালিকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা—ভবানীর আজ্ঞা প্রতিপালন। নিজে বাহুবলহীন, এজন্য পরের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। আমাকে ব্রাহ্মণতনয় বিবেচনা কোরে সহায়তার প্রত্যাশায় সকল কথা বোল্লেন। আমি এ পর্য্যন্ত এ দুষ্কর্ম্মে স্বীকৃত হইনি, এ দুর্ব্বৃত্ত চিত্তের কথা বোলতে পারি না, কিন্তু ভরসা করি যে, কখনই স্বীকৃত হব না। বরং এ পাপ সংকল্পের প্রতিকূলাচরণ কোর্ব্বো, এই অভিপ্রায়। আর সেই

অভিপ্রায়েই তোমার সহিত সাক্ষাৎ কোল্লেম। কিন্তু ভগ্নি! এ কার্য্য নিতান্ত নিঃস্বার্থ হ'য়ে করিনি। তোমার প্রাণদান দিচ্চি। তুমি আমার জন্যে কিছু কর।

কপাল। কি কোর্ব্বো?

ম-বি। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।

কপাল। স্বামী ত্যাগ? স্বামী ত্যাগ? আমি স্বামী ত্যাগ কোরে কোথায় যাব?

ম-বি। বিদেশে—বহু দূরে। তোমাকে অট্টালিকা দোব—অতুল ঐশ্বর্য্য দোব—দাস-দাসী দোব—তুমি রাণীর ন্যায় থাকবে।

কপাল। দ্যাখ, আমার প্রাণ রক্ষা কোরে তুমি যে আমার কোন উপকার করেছ কি না, তা আমি বুঝতে পাচ্চি না। অট্টালিকা—ধন—সম্পত্তি—দাস-দাসীতেও আমার কোন প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ কোর্ব্বো? তোমার মানস সিদ্ধ হোক—কাল হোতে এ বিঘ্নকারিণীর আর কোন সংবাদ পাবে না। আমি বনচর ছিলেম—আবার বনচর হব। বনের পাখী—আবার বনে উড়ে যাবো, কারুর প্রাণে আর ব্যথা দিতে আস্‌বো না।

ম-বি। ভগ্নি! তুমি চিরায়ুষ্মতী হও! অধিক কি বোল্‌বো, তুমি আমার জীবনদান কোল্লে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হোয়ে যেতে দোব না। কাল প্রাতে তোমার নিকট আমার একজন বিশ্বাসযোগ্যা চতুরা দাসী পাঠাব—তার সঙ্গে যেও, আগরার কোন প্রধানা স্ত্রীলোক আমার সুহৃদ্‌, তিনি তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ কোর্ব্বেন।

(একান্তে কাপালিক ও নবকুমারের প্রবেশ)

কাপালি। ঐ—ঐ দ্যাখ! পাপীয়সীর আস্পর্দ্ধা দ্যাখ! অবলীলাক্রমে পরপুরুষেব গাত্রে গাত্র সংলগ্ন কোরে দাঁড়িয়ে প্রেমকথা কোচ্চে।

নব। ওহো! প্রাণ জ্বলে গেল—মস্তকে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে গেল! চক্ষে আর কিছু দেখতে পাই না! আমায় ধর—প্রভু!--আমায় ধর। সর্ব্বনাশিনী আমার বক্ষে তপ্তশলাকা বিদ্ধ কোচ্চে। উহু-হু! বুক ভেঙ্গে গেল যে! (বসিয়া পড়ন)

কাপালি। ওকি বৎস! বল হারাচ্চ? এমন সময়ে দুর্ব্বল হোয়ে পোড়্চে! এই নাও, মহৌষধ পান কর—এ ভবানীব প্রসাদ। পান কোরে বল পাবে। (সুরা প্রদান)

নব। (সুরাপান করণ ও উত্থান) ওঃ! এ যন্ত্রণা কিসে নিবারণ হয়। প্রভু! আমায় বধ করুন—আমায় বধ করুন—আমার সকল যন্ত্রণা ঘুচে যাক্।

কাপালি। ছি ছি! ও কি কথা? নবকুমার! বালকের মত কথা কোয়ো না! দুষ্টা স্ত্রীর ব্যভিচাব স্বচক্ষে দর্শন কোরে তার মৃত্যুর পরিবর্ত্তে নিজের মৃত্যু আহ্বান করা মূঢ়ের কাজ। প্রণয়বেগে পুরুষত্ব বিসর্জ্জন দিও না!

ম-বি (কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিয়া) ভগ্নি! স্বামী ত্যাগ কোরে তুমি যে কার্য্য কোল্লে, তার প্রতিদান করবার আমার ক্ষমতা নাই। তবু যদি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সেও আমার সুখ। এখন আমার নিকটে আর কিছুই নাই! কেবল কালকে অন্য প্রয়োজন ভেবে কেশমধ্যে একটি অঙ্গুরী এনেছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় সে

পাপ প্রয়োজনসিদ্ধির আবশ্যক হোল না। এই অঙ্গুরীটি তুমি রাখ। এর পরে এই অঙ্গুরী দেখে যবনী ভগ্নীকে মাঝে মাঝে মনে কোরো। আজ যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন—অঙ্গুরী কোথায় পেলে? বোলো লুৎফউন্নিসা দিয়েছেন।

(কপালকুণ্ডলাকে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দেওন)

নব। মা জগদ্ধীশ্বরী! কি কল্লি? ওহো! পবিত্র বংশে কি কুলাঙ্গারই জন্মেছিলেম! কি কলঙ্কিনীকেই আপনার বোলে ঘরে এনেছিলাম! গেল গেল—জ্বলে গেল!

কাপালি। নবকুমার! রমণীব ন্যায় ক্রন্দন কোচ্চ কেন? হৃদয় কঠিন কর। বজ্রের ন্যায় কঠিন প্রাণ না হোলে ও বিশ্বাসঘাতিনীর শাস্তি কি কোরে দেবে?

নব। গেল—গেল—জ্বলে গেল! প্রাণ ভস্ম হয়ে গেল!

কাপালি। আবার কাঁদছো!—তবে আবার এই মহৌষধ পান কর। প্রকৃতি সংহার কর! স্নেহের অঙ্কুব পর্য্যন্ত উন্মূলিত কোরে ফেলে দাও। এই নাও।

(পুনরায় মদিরা দেওন ও নবকুমারের পান করন)

ম-বি। ভগ্নি! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই! তুমি ঘরে ফিরে যাও; আমিও নিশ্চিন্ত হোয়ে যাই!

কাপালি। যাও! আমি শূন্য মনে, শূন্য প্রাণে আজকের মতন সেই শূন্য ঘরে ফিরে যাই!

ম-বি। আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে। দেখো বোন—দেখো।

[মতিবিবির প্রস্থান।

কপাল। (যাইতে যাইতে স্বগত) মা বই এ জগতে আর আমার কে ছিল—কে আছে ? তেমন যত্ন আর আমাকে কে কোরেছে—কে কোরবে ? তিনি স্বপ্নে আমার রক্তপানের পিপাসা জানিয়েছেন। আমি সে আদেশ কেন না পালন কোর্ব্বো ? কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না কোরবো ? এ ছাই পঞ্চভূত নিয়ে কি হবে ? মা বৈষ্ণবী ! এইবার একবার এসে দেখা দে ? একবার এসে—আমায় বল। ওহো ঐ যে ! ঐ যে আমার মা ! ঐ যে আকাশমণ্ডলে নব নীরদনিন্দিত মূর্ত্তি ! গলবিলম্বিত নরকপালমালা হোতে ঐ শোণিত-স্রুতি হোচ্ছে ! ঐ যে একটি মণ্ডল বেড়ে নরকররাজি দুলছে ! ঐ যে অঙ্গে রুধিরধারা, ঐ ললাটে বিষমোজ্জ্বল জ্বালা-বিভাসিত ! লোচন-প্রান্তে বালশশী সুশোভিত ! ঐ ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন কোরে আমায় ডাকছেন ! মা ! মা ! আমি যাই মা ! আমায় ধর মা—আমায় ও চির শান্তিময় কোলে একবার নে মা ! আমায় এ বড় জ্বালায় শান্তিজল দে মা।

নব-কু। কাপালিক !

কাপালি। কি ?

নব-কু। পানীয় আবার দাও ! মহাপ্রসাদ আবার দাও !

(কাপালিকের সুরাদান ও নবকুমারের পান)

কাপালি। এই নাও !

নব-কু। দাও ! (পান)

কাপালি। হ'য়েছে ! পারবে ?

নব-কু। হ্যাঁ—আর বিলম্ব কি ?

কাপালি। আর বিলম্ব কি? কিছুই নয়।

নব-কু। কপালকুণ্ডলে!

(নবকুমার ও কাপালিকের কপালকুণ্ডলার নিকট গমন)

কপালি। তোমরা কে? যমদূত? না—না—পিতঃ! তুমি কি আমায় বলি দিতে এসেছ?

নব-কু। (বিকট স্বরে) হুঁ।

(দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ)

কাপালি। বৎসে! আমাদের সঙ্গে এস?

কপাল। চল, দেখি মা কোথায় নিয়ে যান। ও কি! ও কি! মা রণ-রঙ্গিণী! খল খল হাস কেন মা? ঐ দীর্ঘ ত্রিশূল করে আমায় কোন্ পথে যেতে ব'ল্ছো মা? মরণের পথে কি? চল চল, যেথায় নে যাবে আমি সেথায়ই যাব!

[সকলের প্রস্থান।

(বৃক্ষান্তরাল হইতে মতিবিবির প্রবেশ)

মতি-বি। (স্বগত) এ কি হোল! এ কি দেখলেম! দুরন্ত কাপালিকের সঙ্গে নবকুমার! নবকুমারের ন্যায় প্রেমিককে অচেতন কোরেছে! ওর সর্ব্বস্ব ধনকে হয় তো বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছে! নবকুমার স্বচ্ছন্দে সহ্য কোরছে! যেন ছায়ার ন্যায় ঐ নরপ্রেতের অনুসরণ কোরছে! কে জানে, ওর কি মনে আছে; ও সব ক'রতে পারে; ও কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে পারে। নবকুমারের গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল্তে পারে! কপালকুণ্ডলা মরে মরুক; চোক-কান বুজে সোয়ে

যাব! কিন্তু আমার নবকুমার! ওঃ! ভাবতেও ভয় হয় যে! দেখতে হোল—অন্তরাল থেকে দেখতে হোল—ভাল হয় ভাল, নইলে বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ও নর-শার্দ্দূলের গ্রাস থেকে আমার নবকুমারকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

[মতিবিবির প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সপ্তগ্রাম গঙ্গাতীর—উচ্চ সৈকত-ভূমে শ্মশান

(পূজার হোম বলি প্রভৃতির উপকরণ সজ্জিত)

[হাড়িকাষ্ঠের নিকট বন্ধন অবস্থায় কপালকুণ্ডলা আসীনা, একপার্শ্বে নবকুমার দণ্ডায়মান ও কাপালিক পূজায় নিযুক্ত]

(কপালকুণ্ডলার গীত)

খট্‌ভৈরবী—একতালা

কোলে তুলে নে মা কালী কালের কোলে দিস্‌নে ফেলে।
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা যেতে দে জয় কালী ব'লে॥
কাঁদতে ভাল পাঠিয়েছিলি, কেঁদে কালী হ'লেম কালি,
(আমার) ইহকালের সাধ মিটেছে—রাখিস্‌ পায় পরকালে॥

নব-কু। কাপালিক! আর বিলম্ব কত? ক্রমে যে অসহ্য হোয়ে উঠছে! বল থাকতে থাকতে প্রাণের প্রাণ বলি দিতে দাও! কাপালিক! বল—আর বিলম্ব নাই!

কাপালি। বিলম্ব নাই! খড়্গ দাও, মন্ত্রপুত করি। ইত্যবসরে কপালকুণ্ডলাকে তুমি স্নান করিয়ে লোয়ে এস। নবকুমার! এই সন্ধিস্থল, হৃদয় দৃঢ় রেখো।

(কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিয়া নবকুমারের গমন)

নব-কু। (যাইতে যাইতে স্বগত) উঃ! এ জ্বালা কে বোঝে—এ জ্বালা এ জগতে ক'জনের অদৃষ্টে ঘটে? আপন হাতে আপন প্রাণ নষ্ট কোত্তে ক'জন জন্মায? যারা জন্মায়, তাঁরা কাঁদে কি? তাদের দীর্ঘশ্বাসে বক্ষের শোণিত শুষ্ক হয় কি? তারা কত কাঁদতে পারে? তাদের চক্ষের জলে কেউ কখন গঙ্গা-যমুনা জন্মাতে দেখেছে কি? তাদের শতধারায় সাগবের জল বেড়েছে কি? ওঃ! ভাবতে পারি না, কত কান্না কেদেছি—কত কান্না কাঁদছি—কত কান্না কাঁদবো! কাঁদতে কাঁদতে প্রাণের প্রাণ বলি দোব! কাঁদতে কাদতে জগৎময় ঘু'রে বেড়াব! যাকে সম্মুখে পাব—তাকে কাঁদতে কাঁদতে বোলবো—হৃদয চিরে দেখিযে বোলবো—ভাই রে। এ জগতে এসে কেউ ভালবেসো না—ভালবাসার এ জগৎ নয!

কপাল। এ কি! ভয় পেয়েছো?

নব-কু। ভয়? ভয়? ভয় মৃন্ময়ি? না, ভয় নয!

(কম্পন)

কপাল। তবে কাঁপছো কেন?

নব-কু। (স্বগত) এ কি কণ্ঠস্বর! এ যে সেই পরদুঃখকাতরা রমণীর কণ্ঠস্বর! এ শ্মশানে এসে আবার সেই কণ্ঠস্বর কোথা পেলে?

(কম্পন)

কপাল। বড় কাঁপছ যে! বড় ভয় পাচ্ছ বুঝি?

নব কু। না, ভয় না! কাঁদতে পাচ্ছি না! এই রাগে কাঁপচি।

কপাল। কাঁদবে কেন?

নব কু। কাঁদবো কেন? তুমি কি জানবে মৃন্ময়ি'। তুমি তো কখন রূপ দেখে উন্মত্ত হওনি! তুমি ত কখন প্রাণ ঢেলে ভাল বাসনি! তুমি তো কখন আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন কোরে শ্মশানে ফেলে দিতে আসনি। (কপালকুণ্ডলার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) মৃন্ময়ি! কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর! তোমাব পাযে পড়ি। একবার বল, তুমি অবিশ্বাসিনী নও! আমি তোমায় হৃদয়ে তুলে লোয়ে গৃহে চলে যাই!

কপাল। (হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইয়া) কই, তুমি তো আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করনি?

নব। চৈতন্য হারিয়েছি! কি জিজ্ঞাসা কোরবো—বল—মৃন্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রক্ষা কর! একবার বল—তুমি আমারি। একটি-বার বল—তুমি আমারি আছ! গৃহলক্ষ্মীকে আমার গৃহে নিয়ে গিযে আবার প্রতিষ্ঠা করিগে!

কপাল। দেখ, যা জিজ্ঞাসা কোল্লে, তা আমি বোলছি! আজ যাকে দেখেছো—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নই! এ কথা স্বরূপ বোল্লেম।

নব। ও কি কথা মৃন্ময়ি! কপালকুণ্ডলে! ও কি কথা বল! আমায় রক্ষা কর—গৃহে চল। পদ্মাবতীর কথা কেন আমায় বলনি? গৃহ-লক্ষ্মী, গৃহে চল।

কপাল। না, প্রভু না! আর আমি গৃহে যাব না, গৃহের সাধ আমাব মিটেছে। আমি আজ ভবানীব চবণে দেহ বিসর্জ্জন কোত্তে এসেছি! নিশ্চযই তা কোর্ব্বো। তুমি গৃহে যাও! অভাগিনীকে স্বপ্নে দেখেছিলে মনে কোবে একেবাবে ভুলে যাও। আমি মোববো! আমার জন্য রোদন কোর না—জন্মেব শোধ আমায বিদায দিযে তুমি গৃহে ফিবে যাও!

নব-কু। (হস্ত প্রসারণ কবিযা) না—মৃন্মযি!—না। আব ও নিদারুণ কথা বোল না, আমাব হৃদযের ধন হৃদযে এস।

কপাল। (একটু দূরে গিযা আড়ুলিব উপর হইতে) না প্রভু! আব না। (করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে) মা গো! মা! নে—মা।

(আড়ুলি ভাঙ্গিযা কপালকুণ্ডলা সহ জলে পতন)

নব-কু। কি হোল! কি হোল! মৃন্মযি!! (জলে পতন)

কাপালি। ও কি হোল! ও কি হোল!

(মতিবিবিব প্রবেশ)

মতি-বি। কি কোল্লি পিশাচ! কি সর্ব্বনাশ কোল্লি—

(মতিবিবির জলে পতন)

(বজ্রপতন—কাপালিকের মৃত্যু—বৃক্ষ প্রজ্বলিত হওন)

যবনিকা